শ্রীশ্রীসখীতত্ত্বালোকঃ

কৃষ্ণপ্রসাদসম্ভূতো রাধাপ্রসাদসংস্কৃতঃ।
গুরুপ্রসাদসংসেব্যঃ সখীভাবো জয়ত্বলম্।।

কৃষ্ণের প্রসাদে আবির্ভূত, রাধার প্রসাদে সংস্কৃত তথা গুরুর প্রসাদে সম্যক্ সেব্য সখীভাব যথেষ্ট জয়যুক্ত হউক।।

প্রস্তাবিতসখীভাবঃ

ব্রহ্ম গোপালবেষমিতো ব্রহ্মণো গোপত্বং গোপবেষত্বঞ্চ সিদ্ধম্ তথা আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ সূত্রেণাস্য আনন্দত্বমপি সূচ্যতে। যতঃ স্বয়মানন্দতে অন্যাংশ্চানন্দয়তি। তস্মাদস্য সক্রিয়ত্বমিহ প্রমাণিতম্। অপিচ লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ সূত্রেণাস্য লীলাপুরুষোত্তমত্বঞ্চাবগম্যতে। ঋক্পরিশিষ্টাদ্রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা বিভ্রাজন্তে জনেষ্বেতি ঋচাস্য গোপীজনবল্লভত্বং প্রসিদ্ধম্। গোপী তু রাধা জনস্তদংশসখীমণ্ডলো বল্লভো রাসনায়কঃ। পূর্ব্বোক্তেন প্রমাণেন ব্রহ্মণঃ পরমেশ্বরস্যাদি পুরুষস্য কৃষ্ণস্য পারকীয়লীলায়ামেব সখীনাং প্রাধান্যং সুচিতম্।

ব্রহ্ম গোপালবেষধারী এই প্রমাণ হইতে ব্রহ্মের গোপত্ব ও গোপবেষত্ব সিদ্ধ। তথা আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ সূত্রে ব্রহ্ম আনন্দময়। এবিষয়ে শাস্ত্রের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে। সূত্রে ব্রহ্মের আনন্দপ্রাচুর্য্যও সূচিত হইল। যেহেতু তিনি স্বয়ং সুখী এবং অন্যকেও সুখী করেন, তজ্জন্য তাঁহার ক্রিয়াশীলত্বও প্রমাণিত হইতেছে। অপিচ লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ ব্রহ্ম কেবল লৌকিক লীলাপরায়ণ মাত্র এই সূত্রে ব্রহ্মের লীলাপুরুষোত্তমত্বও অবগত হইতেছে। তৎপর ঋক্ পরিশিষ্ট হইতে ব্রহ্মের মাধবত্ব ও সখীমণ্ডলে সলীলাত্ব বিচারে তাঁহার গোপীজনবল্লভত্বও প্রসিদ্ধ। সেখানে গোপী রাধা, জন সখীমণ্ডল এবং বল্লভ

রাসনায়ক কৃষ্ণ। অতএব পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ হইতে ব্রহ্মের পারকীয়বিলাসে সখীদের প্রাধান্য সূচিত হইয়াছে। বিশেষতঃ বিভ্রাজন্তে জনেষ্বেতি পদে কেবল বিরলে রাসমণ্ডলে বা যামুনকুঞ্জাদিতে সখী সমাজেই বিশেষভাবে লীলারসে বিরাজ করণের বিষয় জানা যাইতেছে। মাধবের অর্থাৎ লক্ষ্মীপতির রাধার সহিত বিহার তথা লক্ষ্মীর সহিত বিহারে অতৃপ্ত মাধবের রাধার সহিত বিহারের বাহুল্য সূচিত হইতেছে। ইহাতে রাধার পারকীয় প্রসঙ্গ এবং মাধবেরও পারকীয় প্রসঙ্গ তথা বিভ্রাজন্তে জনেষ্বেতি পদে সখীদেরও পারকীয় নায়কনায়িকানিষ্ঠত্ব সূচিত হইতেছে।

সখীনাং স্বরূপম্।

সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়া ব্রজকুমুদবিধোর্হ্লাদিনীনাম শক্তেঃ
সারাংশপ্রেমবল্ল্যাঃ কিশলয়দলপুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ।
সিক্তায়াং কৃষ্ণলীলামৃতরসনিচয়ৈরুল্লসন্ত্যামমুষ্যাং
জাতোল্লাসাঃ স্বসেকাচ্ছতগুণমধিকং সন্তি যত্তন্ন চিত্রম্।।

সখীগণ ব্রজকুমুদচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী নামক শক্তির সারাংশরূপা শ্রীরাধিকারূপিণী প্রেমকল্পলতিকার কিশলয়দল পল্লব পুষ্পাদি স্বরূপা। কৃষ্ণলীলামৃতরস সমূহ দ্বারা পরমোল্লাসময়ী রাধিকা সংসিক্তা হইলেই তদাত্মিকা কায়ব্যূহস্বরূপা সখীগণ আপনাদিগের সেচন হইতেও শতগুণ অধিক জাতোল্লাসা হন ইহা বিচিত্র নয়।

বিভুরপি সুখরূপঃ স্বপ্রকাশোঽপি ভাবঃ
ক্ষণমপি নহি রাধাকৃষ্ণয়োর্যা ঋতে স্বাঃ।
প্রবহতি রসপুষ্টিং চিদ্বিভূতীরিবেশঃ
শ্রয়তি ন পদমাসাং কঃ সখীনাং রসজ্ঞঃ।।

রাধাকৃষ্ণের ভাব স্বপ্রকাশ, সুখস্বরূপ, বিভু হইলেও সখীগণ ব্যতীত একক্ষণও রসপুষ্টি বহন করিতে পারে না। যেরূপ ঈশ্বরের চিদ্বিভূতি ব্যতিরেকে ঈশত্ব পুষ্টি লাভ করে না। অতএব তৎপ্রবিষ্ট কোন্ রসজ্ঞ সখীদের পদাশ্রয় না করেন?

সখী সংজ্ঞা

লীলাবিস্তারিণী সখী তদাস্বাদনকারিণী।
সহায়া বান্ধবী যূনোর্বিশ্বাসরত্নপেটিকা।।

সখীগণ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা বিস্তারকারিণী, তদাস্বাদকারিণী, মিথুনের সহায়িকা, বান্ধবী এবং তাঁহাদের বিশ্বাসরত্নের পেটিকা স্বরূপা।

সখী লীলাবিস্তারিকা তদাস্বাদকারিণী।
সহায় বান্ধবী সদা বিশ্বাসভাজনী।।
কৃষ্ণ সহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজসুখ হৈতে তাতে কোটি সুখ পায়।।

ভাবসাজাত্যমণ্ডিতা যুগলপ্রেমিকোত্তমা।
সৌহার্দ্দ্যমৈত্রসাদ্গুণ্যৈঃ সমপ্রাণা সখী মতা।।

ভাবসাজাত্য দ্বারা পরিমণ্ডিতা, যুগলের প্রেমিকোত্তমা, সৌহার্দ্দ্য মৈত্র সদ্গুণাদি দ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণী সমপ্রাণাই সখী নামে অভিহিত হয়। তাৎপর্য্য- স্বপক্ষসখীগণ সর্ব্বথা একমত, একপ্রাণ এবং একক্রিয়াবতী হইয়া থাকে। সখীদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা সুহৃৎসখীতে গণ্যা। তাঁহারা রাধার প্রতি কখনও বাৎসল্য বহন করেন। সমবয়স্কাই সখী বাচ্যা আর বয়ঃকনিষ্ঠা সখ্য দ্বারা সখী মধ্যে গণ্য হইলেও স্বভাবে তাঁহারা দাসীত্বেরই অভিমানিনী।

যথা বিলাপকুসুমাঞ্জলৌ-

পাদাব্জয়োস্তব বিনা বরদাসস্যমেব
নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে।
সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং
দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্।।

শ্রীরতি মঞ্জরী বলিলেন- দেবি রাধিকে! তোমার পাদপদ্মের শ্রেষ্ঠ দাস্য বিনা কোন সময়েই আমি অন্য কিছুই প্রার্থনা করি না। তোমার সখ্যে আমার বারম্বার নমস্কার থাকুক এবং তোমার দাস্যে আমার রসোদয় হউক, রসোদয় হউক। বিচার্য্য- মঞ্জরীগণ তত্ত্বতঃ নিত্যসখী ও প্রাণসখী, রাধা অপেক্ষা বয়সে কনিষ্ঠা। সখী হইয়াও তাঁহারা রাধার দাসী অভিমানবতী। পূর্ব্বোক্ত শ্লোক হইতে ইহাই প্রমাণিত হয়।

নিকুঞ্জযূনো রতিকেলিসিদ্ধৈ
সখ্যানুগত্যন্তু বিনা রসজ্ঞঃ।
ভবেৎ কৃতার্থো ন কদাপি সত্যং
তস্মাৎ প্রযত্নেন সখীত্বমিচ্ছেৎ।।

নিকুঞ্জযুগলের রতিকেলি সিদ্ধির ব্যাপারে সখীর আনুগত্য বিনা কখনই রসজ্ঞ কৃতার্থ হইতে পারেন না ইহা সত্য সিদ্ধান্ত। তজ্জন্য সর্ব্ব প্রযত্নে সখীভাবের ইচ্ছা করিবেন এবং তাঁহাদের আনুগত্য করিবেন। যথা চৈতন্যচরিতে-

সবে সখীগণের ইহা অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার।।
সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়।।
সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখী ভাবে যে তাঁরে করে অনুগতি।।
রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবাসাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়।।

রহস্য--স্বকীয়ভাবে স্বাধীনকান্তাদের বিলাস বিষয়ে সখীর প্রাধান্য নাই। কারণ তাঁহারা ধর্ম্মসম্মতভাবেই দাম্পত্যবিলাস পরায়ণ। সেখানে মিলনাদি বিষয়ে তাঁহাদের সখীর প্রয়োজনীয়তা নাই। পরন্তু পরকীয়ভাবে অস্বাধীন কান্ত-কান্তাদের মিলনাদি ব্যাপারে সখীর প্রাধান্য পরিদৃষ্ট হয়। কারণ অনুরাগী নায়ক নায়িকা স্বেচ্ছাচারে পরস্পর মিলিত হইতে পারেন না। মিলিত হইলেও মিলন সুষ্ঠু হয় না। অতএব মিথুনের মিলনাদি ব্যাপারে সখীর সঙ্গতির প্রয়োজনীয়তা আছে। কোন এক সময় শ্রীরাধা প্রবল কৃষ্ণসঙ্গোৎকণ্ঠায় সখীদের অপেক্ষা না করিয়াই কুঞ্জবনে প্রবেশ করিলেন। কান্তের দর্শন ও উদ্দেশ না পাইয়া তিনি তদ্বিরহে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অপর দিকে শ্রীকৃষ্ণও প্রবল রাধাসঙ্গ লিপ্সায় বনে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু কোথাও রাধাকে না পাইয়া তদ্বিরহে সেই বন মধ্যেই মূর্চ্ছিত হইলেন। এদিকে সখীগণ রাধাকে না পাইয়া তাঁহার অন্বেষণে নির্গত হইলেন। তাঁহারা কুঞ্জ মধ্যে রাধাকে মূর্চ্ছিত অবস্থায় দর্শন করিলেন এবং মূর্চ্ছার কারণও অবগত হইলেন। তাঁহারা কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনাদি দ্বারা রাধার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন এবং তন্মুখে তাঁহার অবস্থার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। অতঃপর তাঁহারা রাধার সুখের জন্য কৃষ্ণ অন্বেষণে নির্গত হইলেন। বন থেকে বনান্তরে অন্বেষণ করিতে করিতে অবশেষে তাঁহারা বনান্তে কৃষ্ণকে মূর্চ্ছিত দর্শন করিলেন। তাঁহারা রাধার অঙ্গস্পর্শাদি দ্বারা প্রিয়ের চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। রাধা মিলনে কৃষ্ণ অতীব আনন্দিত হইয়া সখীদের জয়গান করিলেন। রাধাও সখীদের সৌজন্যে প্রিয়তম মিলনে আনন্দিত হইয়া তাঁহাদের প্রতি বহু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। পূর্ব্বোক্ত ঘটনা হইতে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় যে, সখী বিনা পরকীয়া বিলাস পুষ্ট হয় না। যেরূপ জল থাকিলেও তাহাতে তরঙ্গোদয় কেবল বায়ুই করিতে পারে। তদ্রূপ নায়ক

নায়িকা মিলনোৎসুক হইলেও তাঁহাদের মিলনকার্য্যটি মাধুর্য্যময় করে সখীর সঙ্গ ও সৌজন্য। যথাকালেই যেরূপ নায়ক নায়িকা মিলিত হয়। মিলন বিষয়ে কালই যেরূপ মূলকারণ তদ্রূপ পরকীয়াদের মিলন বিষয়ে সখীর সৌজন্যই মুখ্যতা প্রাপ্ত। যদ্যপি অনুরাগই উভয়ের মিলনের মূল তথাপি মিলনকার্য্য সখীর সৌজন্য বিনা পুষ্ট, সুষ্ঠ, মহিষ্ঠ তথা বৈশিষ্ট্য পূর্ণ হয় না। বিবেচ্য-- পশুর ন্যায় মিলনে শৃঙ্গার বিলাস মহত্ত্ব ও মর্য্যাদাপূর্ণ হয় না। পরন্তু সখীর সৌজন্যে মিলন কার্য্য রসাল মধুর হয়। তজ্জন্য কবি কর্ণপূর বলিয়াছেন-

বিনা রাধা কৃষ্ণো ন খলু সুখদঃ সা ন সুখদা
বিনা কৃষ্ণং দ্বাভ্যামপি বত বিনাল্যা ন সরসাঃ।
বিনা রাত্রিং নেন্দুস্তমপি ন বিনা সা চ রুচিভাক্
বিনা তাভ্যাং জৃম্ভং দধতি কুমুদিন্যো হ্যপি ন তাম্।।

যেরূপ রাত্রি বিনা চন্দ্র এবং চন্দ্র বিনা রাত্রি শোভা পায় না তথা উভয় বিনা কুমুদিনীগণ উৎফুল্ল হয় না তদ্রূপ রাধা বিনা কৃষ্ণ সুখপ্রদ নহেন এবং কৃষ্ণ বিনা রাধাও রতিসুখপ্রদা হন না তথা উভয় বিনা সখীগণও সরস হইতে পারেন না আর সখী বিনাও রাধাকৃষ্ণের মিলনরস পুষ্ট হয় না। যথা-

শোভতে ন রাধিকা হরিং বিনা
মাধবো ন ভাতি রাধিকাং বিনা।
মোদতে সখী ন তদ্রসং বিনা
তে পরস্পরান্বিতা রসর্দ্ধয়ে।।

হরি বিনা রাধিকা এবং রাধিকা বিনা হরি শোভা পান না তথা সখী বিনা তাঁহারাও শোভা পান না। তাঁহারা রস সিদ্ধির জন্য পরস্পর সমন্বিত। যেরূপ রাত্রি বিনা চন্দ্র, চন্দ্র বিনা রাত্রি তথা রাত্রি ও চন্দ্র বিনা কুমুদিনীও প্রফুল্লিত হয় না। ইহারা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। যেরূপ বাতি তৈল ও অগ্নি পরস্পর

সম্বন্ধযুক্ত। কারণ বাতি বিনা তৈল, তৈল বিনা বাতি তথা বাতি ও তৈল বিনা অগ্নিকার্য্যও সিদ্ধ হয় না অর্থাৎ একে অপরের অনবস্থিতে কার্য্যকরী হয় না তদ্রূপ পারকীয় রসকেলিসিদ্ধি বিষয়ে রাধা কৃষ্ণ ও সখীগণ পরস্পর সমন্বিত।

সখীভাবং সমাশ্রিত্য তল্লীলাদি স্মরন্ সদা।
নিকুঞ্জসেবনং যূনোর্দেহান্তে লভতে কৃতিঃ।।

অতএব সখীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রিদিন চিন্তে রাধা কৃষ্ণের বিহার।।
সিদ্ধদেহে চিন্তি করে তাহাঞি সেবন।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ।।

সখীচরিত্রম্

স্বসুখবাসনামুক্তা কৃষ্ণানুরাগিণী সখী।
সর্ব্বথা কৃষ্ণসুখেচ্ছাতৎপরা গোকুলাঙ্গনা।।
স্বতন্ত্রকৃষ্ণসঙ্গাশানির্মুক্তহৃদয়া সখী।
কদাপি নায়িকা ভবেদ্যূনোঃপ্রীত্যাগ্রহেচ্ছয়া।।

কৃষ্ণানুরাগিণী গোকুলকামিনীগণ সর্ব্বদাই আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা রহিতা এবং কৃষ্ণেন্দ্রিয় সুখতাৎপর্য্যবর্ত্তিনী। সখীর চিত্ত স্বতন্ত্র ভাবে কৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গের আশা নির্মুক্ত। কখনও বা যুগলের প্রীতি সুখ আগ্রহে সখী নায়িকা হইয়া থাকেন।

সুখায় কান্তস্য সখী যতিষ্যতে
দেহাদিসর্ব্বং সমর্পয়ত্যলম্।
তথাপি কান্তত্বমুপেক্ষ্য সা সতী
যূনোশ্চ দাস্যং নিতরাং চরত্যহো।।

কান্তকৃষ্ণের সুখের জন্য সখী সর্ব্বদা প্রযত্ন করিয়া থাকেন। তদর্থে দেহাদি সকলই তাঁহাতে সমর্পণ করেন। অহো

তথাপি সতী সখী কান্তাভাব উপেক্ষা করতঃ সদাই যুগলের দাস্যই করেন।

রাধাপি কৃষ্ণস্য সুখায় নিত্যং
ছলেন তেনেহ করোতি যুক্তা।
পরস্পরং তে প্রণয়াঢ্য চিত্তে
লীলানুসিদ্ধে চ সুযত্নকর্ত্রী।।

রাধিকাও কৃষ্ণসুখের জন্য তাঁহার মন জানিয়া তাঁহাকে সখীর সঙ্গে মিলিত করান। এইরূপে তাঁহারা পরস্পর প্রণাঢ্য চিত্তে প্রেমসিদ্ধির জন্য যত্ন করেন।। যথা চৈতন্যচরিতে-

যদ্যপি সখীর কৃষ্ণসঙ্গমে নাহি মন।
তথাপি রাধিকা যত্নে করান সঙ্গম।।
নানাছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায়।
আত্মসুখ সঙ্গ হৈতে কোটি সুখ পায়।।
অন্যোন্যে বিশুদ্ধ প্রেমে করে রস পুষ্ট।
তাঁ সবার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট।।

বিচার্য্য- রাধিকার আগ্রহাতিশয্যে যে সখীগণ কৃষ্ণের সহিত মিলিত হন, তাঁহারা প্রিয়সখী এবং পরমপ্রেষ্ঠসখী। পরন্তু সখী প্রাণসখী বা নিত্যসখী কখনই রাধাকৃষ্ণের আগ্রহেও তৎসঙ্গে মিলিত হন না। তাঁহারা তাঁহাদের সেবাধর্ম্মেই সমাসীনা অনন্যচিত্তা মাত্র।।

সখীনাং ধর্ম্মনিষ্ঠা

সখীর ধর্ম্ম এই রূপ যে, যূথেশ্বরীর দৌত্য করিতে আসিয়া যদি কৃষ্ণের সহিত নির্জন প্রদেশে মিলিত হন এবং কৃষ্ণ যদি সখীকে সঙ্গমার্থে প্রার্থনাও করেন তথাপি তিনি তাহাতে সম্মতা হন না।

দূতেনাদ্য সুহৃজ্জনস্য রহসি প্রাপ্তাস্মি তে সন্নিধিং
কিং কন্দর্পধনুর্ভয়ঙ্করমমুং ভ্রূগুচ্ছমুদযচ্ছসি।
প্রাণানর্পয়িতাস্মি সম্প্রতি বরং বৃন্দাটবীচন্দ্র তে
নত্বেতামসমাপিতপ্রিয়সখীকৃত্যানুবন্ধং তনুম্।।

শ্রীরাধার প্রেরিতা কোন এক দূতী শ্রীকৃষ্ণের সমীপে আসাতে তিনি বারম্বার তদুপরি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দূতী কৃষ্ণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া কহিলেন, হে গোবিন্দ! অদ্য আমি সুহৃজ্জনের দৌত্য কার্য্যে তোমার নিকট আসিয়াছি, তুমি কেন আমার প্রতি ভয়ঙ্কর কন্দর্পধনুঃ সদৃশ ভ্রূগুচ্ছ নিক্ষেপ করিতেছ? হে বৃন্দাবনচন্দ্র! এক্ষণে বরং তোমাতে প্রাণ সমর্পণ করিতে পারি তথাচ তনু দান করিতে পারি না। কেন না এযাবৎ এই তনু দ্বারা প্রিয়সখীর কোন কৃত্যই সম্পন্ন করা হয় নাই।। প্রশ্ন- কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্যই যদি প্রেমলক্ষণ হয় তাহা হইলে কৃষ্ণসুখের জন্য তাঁহাতে দেহ দান করিতে দূতীর আপত্তি কেন? কৃষ্ণসুখের জন্যই ত তাঁহাতে প্রেমধর্ম্ম উদ্দিষ্ট হইয়াছে। উত্তর- সত্যই সকল ধর্ম্মই কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যপর পরন্তু যিনি যূথেশ্বরীর আজ্ঞাকারিণী তাঁহার পক্ষে আপাততঃ কৃষ্ণসুখের জন্য তাঁহার সঙ্গত হওয়া দূতী ধর্ম্ম নহে। তাহাতে যূথেশ্বরীর মর্য্যাদাহানী হয় এবং দূতীধর্ম্মও বিপর্য্যস্ত হয়। প্রশ্ন- কৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও কেন তিনি দূতীর সঙ্গ প্রার্থনা করেন? তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে, স্বয়ং নায়িকা হইয়া নায়কের সঙ্গে মিলিত হওয়া দূতীর ধর্ম্ম নয়। উত্তর- কৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ তথা সকলের অন্তর্যামী তথাপি তিনি কখনও দূতীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধতাক্রমে প্রাগলভ্য ও ধার্ষ্ট্যনায়কভাবে ঐরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কারণ মধুপান মত্ত ভৃঙ্গ কখনও পত্রমঞ্জরীতেও বসে ও নখাঘাত করে। কখনও বা দূতীকে পরীক্ষা করিবার জন্য

এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি জানিতে চান, নায়িকোচিত রূপগুণচরিতাদি বিশিষ্টা দূতী যূথেশ্বরীর পরোক্ষে নির্জ্জনে স্বসুখার্থে স্বধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিয়া নায়কে মিলিত হইতে চান কি? কখনও বা রাধার ইচ্ছাক্রমেই তিনি ঐরূপ আচরণ করেন। তাহা কিরূপ? রাধা যখন সখী বা দূতীর রূপলাবণ্য কৃষ্ণের সুখকর উপভোগ যোগ্য মনে করেন এবং কৃষ্ণেরও তাহাতে লোভ জানিতে পারেন তখনই তিনি সখীকে দূতীরূপে বা দূতীকেই সাক্ষাৎ প্রেরণ করেন।

আমারা দেখিতে পাই - শ্রীমতী রাধিকা উত্তমা নায়িকা। তিনি সর্ব্বথা কৃষ্ণসুখের জন্য তৎপরা। তিনি গোকুলপ্রেমবসতি তথা গুর্ব্বর্পিতগুরুস্নেহা গুণধন্যা। অতএব গুরুজনদের আজ্ঞাপালনরূপ ধর্ম্মমর্য্যাদা রক্ষার্থে তিনি কৃষ্ণের অভীপ্সিত বিলাস প্রস্তাবকেও উপেক্ষা করেন। তাহাতে তদীয়াদর বাহুল্যধর্ম্মও প্রসিদ্ধ হয়। যথা- একদা নন্দরাণী রাধাকে কোন কার্য্যার্থে আহ্বান করেন। তৎকালে কৃষ্ণও কুঞ্জে অভিসারের জন্য দূতীকে পাঠান। শ্রীমতী দূতীর প্রস্তাব প্রত্যাখান করতঃ যশোদার আহ্বানে নন্দালয়ে গমন করিলেন। শ্রীরাধার এইরূপ আচরণে যথার্থ ধর্ম্মমর্য্যাদাই প্রমাণিত হইয়াছে। ধর্ম্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্য তিনি কৃষ্ণের অভিসারের প্রস্তাবাদি প্রত্যাখান করেন। জ্ঞাতব্য- এইরূপ আচরণে অতিব্যাপ্তিদোষ নাই। তদ্রূপ যূথেশ্বরীর আজ্ঞাপালনারূপ স্বধর্ম্ম রক্ষার্থে কৃষ্ণের প্রস্তাব নিরাকরণে দূতীর ধর্ম্মই প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তদীয়াদরবাহুল্যং বিদ্যাদ্ধর্ম্মঃ পরাৎপরঃ।। তদীয়দের অর্চ্চনধর্ম্মই পরতর।

তস্মাৎপরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্।। তাহাতে তৎসুখতাৎপর্য্যও পূর্ণতম রূপে প্রকাশিত।

হ্লাদিনীশক্তের্গোপীত্বং তথা গোপীত্বে কান্তাভাবস্য সখীভাবস্য চ রহস্যম্

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বমেবোপনিষদুক্তরসত্বেন বিশ্রুতম্। তত্তু সচ্চিদানন্দস্বরূপেণ রাজতে। তস্য সদংশতঃ সন্ধিনীশক্তের্বিকাশো জায়তে। চিদংশতঃ সম্বিচ্ছক্তের্বিলাসো বিজয়তে। তথা আনন্দাংশতঃ হ্লাদিনীশক্তের্বিলাসঃ প্রকাশিতঃ।আনন্দ এবাস্বাদ্যঃ তস্মাদানন্দো বিষয়াশ্রয়াভ্যাং স্বরূপাভ্যাং সহ বিরাজতে। তত্র বিষয়স্বরূপেণ শ্রীকৃষ্ণ এব প্রসিদ্ধম্। আশ্রয়স্বরূপেণ চ তচ্ছক্তির্বিশ্রুতা। আনন্দাৎ ক্রিয়াভিজায়তে। ক্রিয়াত্র ভগবতো লীলাভিধানা। আনন্দাংশতঃ হ্লাদিনীশক্তয়ঃ প্রকাশিতাঃ। লীলাপুরুষোত্তমস্য গোপলীলত্বেন সাপি গোপী ভবতি। হ্লাদিনী শক্তিরেব সর্ব্বদা তৎপ্রভুং রসামৃতেন গোপায়নাৎ গোপী সংজ্ঞিতা। তথা চ গোভির্গোবিন্দরসামৃতপানাচ্চ গোপীতি ভণ্যতে। গোবিন্দো ভোক্তাস্বরূপো গোপী ভোগ্যস্বরূপা চ। তস্মাদ্ধ্লাদিনী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সর্ব্বোত্তমভোগ্যস্বরূপে ব্রজে গোপীতয়া বিভাতি। তত্র কৃষ্ণো বিষয়জাতীয়রসাস্বাদনতৎপরঃ এবং গোপীরপ্যাশ্রয় জাতীয়রসামৃতাস্বাদনপরায়ণাঃ।

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বই উপনিষদুক্ত রসো বৈ স। রসময়মূর্ত্তি। তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপে বিরাজ করেন। তাঁহার সদংশ হইতে সন্ধিনী শক্তির বিলাস সিদ্ধ হয়। তাঁহার চিদংশ হইতে সম্বিৎশক্তির বিলাস প্রপঞ্চিত হয়। তথা আনন্দাংশ হইতে হ্লানদিনীশক্তির বিলাস বিজয় লাভ করে। আনন্দই আস্বাদ্য। আনন্দই বিষয়াশ্রয় স্বরূপে বিলাস পরায়ণ। সেখানে বিষয়বিগ্রহরূপে শ্রীকৃষ্ণ এবং আশ্রয় বিগ্রহরূপে হ্লাদিনী লীলাবতী। ভগবৎক্রিয়াই লীলা বাচ্য। কৃষ্ণ লীলাপুরুষোত্তম। তাঁহার সর্ব্বোত্তম স্বরূপ নরস্বরূপ। সেই নরস্বরূপে তিনি

গোপরাজনন্দন। তাঁহার গোপলীলালয় হ্লাদিনী তাঁহার প্রেমসেবায় গোপীরূপা। গোবিন্দ ভোক্তা স্বরূপ আর গোপী তাঁহারই ভোগ্য স্বরূপা। তজ্জন্য হ্লাদিনী কৃষ্ণের সর্ব্বোত্তম ভোগসাধনের জন্য ব্রজে পরমাসুন্দরী গোপীরূপে বিরাজমানা। হ্লাদিনী সর্ব্বদা নিজপ্রভুকে স্বকীয় রসামৃত দ্বারা পরম আপ্যায়িত করেন বলিয়া তাঁহার গোপী সংজ্ঞা। অপিচ ইন্দ্রিয় দ্বারে গোবিন্দের রসামৃত পান হেতুও গোপী সংজ্ঞা।

শ্রীলীলাপুরুষোত্তম রসরাজ গোবিন্দের গোপলীলাই সর্ব্বোত্তমোত্তম। সেই সর্ব্বোত্তমোত্তমলীলায় তাঁহার হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি গোপীরূপে প্রকটিতা। কারণ সেই হ্লাদিনীশক্তি দেবত্বে দেবী, নরত্বে নারীরূপে সেবাপরায়ণা। যেহেতু তিনি পরমেশ্বরের অনুরূপবিলাসা। অতএব গোপীগণ হ্লাদিনী প্রতিমা। তাঁহারা গোবিন্দের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সর্ব্বোত্তম সংহ্লাদ সম্প্রদায়িকা রূপে সর্ব্বোত্তমোত্তম রূপ যৌবন গুণ শীল স্বভাবাদি বৈভবে বরীয়সী গরীয়সী মহীয়সী। তাঁহাদের সৌন্দর্য্যাদি সন্দর্শনে কৃষ্ণের চিত্তে কন্দর্পলক্ষ্মীর বিজয় হইলেই সর্ব্বোত্তম শৃঙ্গার রসকেলি কল্পদ্রুমের অভ্যুদয় হয়। সর্ব্বাঙ্গ দিয়া করে কৃষ্ণের সেবন। কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস আস্বাদন কারণ।। চৈঃচঃ। পরস্পর পরস্পরের সৌন্দর্য্যমুগ্ধ, সাদ্গুণ্যলুব্ধ তথা মাধুর্য্যক্ষুব্ধদের মধ্যে সম্বন্ধ বিলাস সর্ব্বোত্তমরূপে সম্প্রকাশিত হয়। সর্ব্বারাধ্যকেও সর্ব্বতোভাবে চমৎকৃত, আশ্চর্য্যচর্চ্চায় অভিভূত বিস্মিত করিতে না পারিলে সম্ভোগবিলাস বাহুল্য সম্পূর্ণরূপে প্রপঞ্চিত হয় না। তজ্জন্য তাঁহারা সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণকে পরমরসে আপ্যায়িত করেন বলিয়া তাঁহাদের গোপী সংজ্ঞা। **গোপায়তে যা সা গোপী।** অপিচ তাঁহারা সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণের সম্ভোগসুখ প্রদান কল্পে তন্মাধুর্য্যরস পান করেন বলিয়াও গোপী

সংজ্ঞিতা। **গোভির্যা কৃষ্ণরসং পিবতি সা গোপী**। রহস্য এই যে, কৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি অনন্তকোটি মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া অনন্তকোটি ভাব রতি বিলাস দ্বারা কৃষ্ণকে পরম আপ্যায়িত করেন। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বরসসমারাধ্য তথা সর্ব্বভাবৈকসেব্য বিগ্রহ। তজ্জন্য হ্লাদিনীমূর্ত্তিগণ কেহ সাধারণী রতিরঙ্গিণীরূপে, কেহ সমঞ্জসারতি বিলাসিনীরূপে, কেহ বা সমর্থারতিস্বামিনীরূপে কৃষ্ণেন্দ্রিয় সন্তর্পণে সর্ব্বদা সন্নিযুক্তা। তাঁহারা কেহ বা কান্তাভাবে, কেহ বা সখীভাবে, কেহ বা দাসীভাবে কৃষ্ণেন্দ্রিয়চিত্তাদির সংহ্লাদ সম্প্রদায়িকা। তাঁহারা ব্যক্তিগত সুখদুঃখে সুখী বা দুঃখী না হইয়া সর্ব্বদাই কৃষ্ণের সুখদুঃখে সুখী দুঃখী হইয়া থাকেন। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেমাকৃষ্টি সর্ব্বোত্তমা অনুপমারূপে অভিরামা বলিয়া তাঁহারা সকল প্রকার দোষগন্ধ বিবর্জ্জিত মহত্তমপণ্যতম উন্নতোজ্জ্বল মহাচারিত্র্য চাতুর্য্য প্রাচুর্য্যের মহা মহিষ্ঠপ্রতিমা স্বরূপা। তাঁহারা ভাবে অনন্যা, স্বভাবে বরেণ্যা। স্থায়ীরতির বিলাসপ্রতিমারূপে প্রতিপদে অভিনব রতিকেলি চাতুর্য্য দ্বারা কান্ত কৃষ্ণকে চমৎকারাতিশয্যে অভিভূত করতঃ বিস্ময়রসসাগরে নিমজ্জিত করেন। কৃষ্ণ তাঁহাদের অনুত্তম প্রেমবিলাসে হার মানেন, ঋণী মানেন। অহো তাঁহাদের মধুরাতিমধুর সঙ্গ ও প্রসঙ্গামৃত পিপাসায় ধীরললিত বিলাসামৃত বারিধি গোবিন্দ লম্পটরাজরূপে বিরাজমান। তাঁহাদের প্রণয় মান মাধুর্য্যের মহা আকর্ষণেই তিনি শাঠ্য ও ধার্ষ্ট্র বিলাসী। সেই গোপীদের সঙ্গামৃতের প্রবল পিপাসায় তিনি পরকীয়বিলাস বিহ্বল। অপরদিকে পরমপ্রাণপ্রিয়তম জ্ঞানে গোবিন্দের সর্ব্বোত্তম সেবাসুখ সঙ্গ ও সান্নিধ্যের সম্বিধান কল্পে গোপীগণ পরকীয়া ভাবের পরাকাষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিতা। পরমেশ্বরের প্রণিধানই ধর্ম্মবাচ্য বলিয়া পরমধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা গোপসুন্দরীদের চরিত্রে অনন্যসিদ্ধরূপে দেদীপ্যমান।

রাধিকা সর্ব্বকান্তিময়ী বলিয়া কৃষ্ণের সকল রতিবিলাস বাসনা তাঁহাতেই সর্ব্বোত্তমরূপে ক্রিয়াবতী। তিনিও কান্তের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সর্ব্বোত্তম সন্তৃপ্তি সম্বিধানের জন্য অনন্ত মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করেন।। অনন্তগোপীর অনন্ত ভাববৈচিত্র্যের মূলকারণ গোবিন্দের রতি বাসনা। গোবিন্দ যাঁহার নিকট যে রসের বিলাস ইচ্ছা করেন তাঁহার মধ্যে সেই রসের সাম্রাজ্যবিলাস প্রপঞ্চিত হয়। তজ্জন্য সেই গোপী সেই রতির বিলাসকেই সর্ব্বোত্তম জ্ঞানে সেবা করেন। যাঁর যেই রস সেই রসে সে উত্তম ন্যায়ে সম্ভোগেচ্ছাময়ীগণ কান্তভাবকেই শ্রেষ্ঠ মানেন। আর সখী কৃষ্ণের ইচ্ছায় তদ্ভাবেচ্ছাময়ী ভাবকেই সর্ব্বোত্তম মানেন। তৎকালে তিনি অন্য ভাবরসের প্রাধান্য দেখিতে পান না। কখনও দেখিলেও হনুমানবৎ তাহাকে বহুমানন করেন না। তাঁহাদের নিষ্ঠা এইরূপ তথাপি মমসর্ব্বস্বঃ সখীভাবঃপরো মতঃ। অপিচ কৃষ্ণ যখন তাঁহার সঙ্গসুখ কামনা করেন তখন নানা উপায়ে তাহা সম্পন্ন হয়। তাঁহার ইচ্ছার সর্ব্বোত্তম আনুকূল্যকারিণী হইলেন রাধিকা। রাধিকা কৃষ্ণেপ্সিতা সেই সখীকে নানাছলে কুঞ্জাদিতে প্রেরণ করতঃ কৃষ্ণের সহিত মিলিত করায়ে তাঁহাকে সুখী করেন। নানাছলে কৃষ্ণে প্রেরি করান সঙ্গম। **কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।**

অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে।

রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিতপূরণ।। চৈঃচঃ

এই সূত্রে তিনি কৃষ্ণের সখীসঙ্গ সুখাভিলাষও পূর্ণ করেন।

অথ সখীক্রিয়াঃ

মিথঃ প্রেমগুণোৎকীর্ত্তিস্তয়োরাসক্তিকারিতা

অভিসারদ্বয়োরেব সখ্যাঃ কৃষ্ণে সমর্পণম্।।

নর্ম্মাশ্বাসননেপথ্যং হৃদয়োদঘাটপাটবম্।

ছিদ্রসম্বৃতিরেতস্যাঃ পত্যাদেঃ পরিবঞ্চনা।।

শিক্ষা সঙ্গমনং কালে সেবনং ব্যজনাদিভিঃ।

তয়োর্দ্বয়োরুপালম্ভঃ সন্দেশপ্রেষণং তথা।

নায়িকাপ্রাণসংরক্ষাপ্রযত্নাদ্যাঃ সখীক্রিয়াঃ।।

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পরস্পরের প্রেম ও গুণোৎকর্ষ কীর্ত্তন, পরস্পরের প্রতি আসক্তকরণ, উভয়ের অভিসার, কৃষ্ণে সখী সমর্পণ তথা সখীতে কৃষ্ণ সমর্পণ, নর্ম্মকথন, আশ্বাসন, উভয়ের অভিপ্রায় উদঘাটন বিষয়ে পটুতা, ছিদ্রগুপ্তি অর্থাৎ রাধার অঙ্গে কৃষ্ণের বসনাদি দর্শনে আশঙ্কিত জটিলাদির নিকট উহার গোপন করণ, পতি প্রভৃতির বঞ্চনা, শিক্ষা, উভয়ের মিলন সঙ্ঘটন, ব্যজনাদি দ্বারা সেবা, উভয়ের প্রতি উপালম্ভন অর্থাৎ তিরস্কার, উভয়ের সংবাদ আনয়ন, নায়িকার প্রাণ রক্ষাদি বিষয়ে প্রযত্নাদিই সখীক্রিয়া। শ্রীরাধিকার পঞ্চ প্রকার সখীদের মধ্যে এইসকল ক্রিয়াগুলি যোগ্যভাবে আচরিত হয়। নায়ক-নায়িকার পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রেম ও গুণাদি কীর্ত্তনে, তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি আসক্তকরণে তথা অভিসারাদি বিধানে, সখী সমর্পণাদি কর্ম্মে তথা নেপথ্য অর্থাৎ শৃঙ্গারাদি বেশরচনা কর্ম্মে সখীগণ উত্তরোত্তর অভিজ্ঞা ও রসজ্ঞা। কেবল বামাপ্রখরা, অধীরা ও বামাপ্রগল্ভা নায়িকাগুণবতী ললিতাদিই সময় বিশেষে অর্থাৎ রাধার দুর্জয় মান ভঞ্জনে তথা কৃষ্ণের শাঠ্য ও ধার্ষ্ট নিবারণে উপালম্ভ অর্থাৎ তিরস্কারাদি করিয়া থাকেন। হৃদয়োদ্ঘাটনে অমিতার্থদূতীস্বভাবা সখীই পটীয়সী। কৃষ্ণে সখী সমর্পণকার্য্যে প্রিয়সখী ও পরমপ্রেষ্ঠসখীই বরীয়সী তথা নর্ম্ম অর্থাৎ পরিহাস ভীরু ও লজ্জাবতী নায়িকার আশ্বাসনে প্রগল্ভা প্রিয়সখী ও

পরমপ্রেষ্ঠসখীগণই মহীয়সী, প্রত্যুৎপন্নমতী সখীগণই ছিদ্রসম্বরণ ও পতিবঞ্চনাদিকার্য্যে নিপুণা, পরমপ্রেষ্ঠসখীগণ শিক্ষা ও মিলন বিষয়ে মন্ত্রণা কার্য্যে গরীয়সী, সন্দেশ প্রেরণাদি কার্য্যে পত্রহারী দূতীস্বভাবা সখীগণই নিপুণা, যুগলবিলাস কালে বীজন সেবাদি সখী, নিত্যসখী ও প্রাণসখীগণই প্রায়শঃ করিয়া থাকেন তথা সময় বিশেষে প্রিয়সখী ও পরমপ্রেষ্ঠসখী গণও করিয়া থাকেন। সখী নিত্যসখীও প্রাণসখীগণ সেবাধর্ম্মকর্ম্মে নিপুণা এবং প্রিয় ও পরমপ্রেষ্ঠ সখীগণ সখ্য ধর্ম্মকর্ম্মে প্রবীণা ও পারঙ্গতা। নায়ক নায়িকার প্রাণরক্ষাদি কার্য্যে সখীগণ ব্যবধান রহিত ভাবে সাবধান তৎপরা, সময়বিদুরা, প্রণয়মেদুরা, রীতিনীতি সুচতুরা, কার্য্যসাধনে তৎপরা, সত্বরা ও পরাৎপরা তথা কার্য্যসিদ্ধিতে অনুপমা, অনুত্তমা ও অভিনব ভাবভরে অভিরাম কান্তের মনোরমা।

অখিলরসামৃতসিন্ধুরখিলনায়কগুণগর্ভো গোবিন্দসুন্দর এব হি প্রেমকল্পতরুস্তৎপ্রিয়তমা রাধিকা চাত্র তদাত্মিকা তদাশ্রয়া পরমা প্রেমকল্পলতিকা স্বরূপা। সর্ব্বাঃ সখ্যস্ত্বত্র তস্যাঃ পুষ্পপল্লব মঞ্জরীপত্রোপমকায়ব্যুহ বিলাসাত্মিকাঃ কায় ব্যুহত্বাত্তাস্বপি তদ্‌গুণরতিপ্রেমস্নেহপ্রণয়মানরাগানুরাগভাবাদীনামপি যথাযোগ্য সত্ত্বানুরূপতয়া সন্নিবেশমপি স্বতঃসিদ্ধম্। সখ্যো যূনো র্বিশ্বাস রত্নপেটিকান্তয়োঃ কেলিকৌমুদী চন্দ্রিকা স্তদ্বিলাসামৃত পানপরমাস্তয়োর্মিলনানন্দসেবানৈপুণ্যসম্পুটিকা। যূনোঃ সেবন মাধুর্য্যরসাস্বাদসৌভাগ্যসম্প্রদায়িকাশ্চ। অলমিহ যাসাং বিনা কদাপি যূনোর্বিলাসবাহুল্যমপি নৈব মধুরেণ সমাপ্তিমাতনোতি। তস্মাত্তাসাং চরিতামৃতমেব তদাশ্রিতানামেব হি পরমজীবাতুঃ। অথাতঃ সখীনাং চরিতানাং বিশিষ্টালোচনার্থং তথা তদাশ্রয়েচ্ছূনামপি সাধকানাং তৎসুষ্ঠুবোধায় চাত্র তাসাং রূপগুণভাবাদি পৃথক্ বিচার্য্যতে।

অখিলরসামৃতসিন্ধু তথা অখিলনায়কগুণগর্ভ শ্রীগোবিন্দই প্রেমকল্পতরুস্বরূপ আর তদাত্মিকা তৎপ্রিয়তমা রাধিকাই প্রেমকল্পলতা স্বরূপা। সখীগণ কৃষ্ণাশ্রয়াপরা রাধিকালতার পত্র পুষ্প মঞ্জরী তুল্য কায়ব্যূহস্বরূপা তথা তদীয় বিলাসাত্মিকা। কায়ব্যূহ বলিয়া তাঁহাদের মধ্যেও যথাযোগ্যভাবে রাধার রূপ গুণ রতি প্রেম প্রণয় মান রাগ অনুরাগ ভাবাদিও প্রসিদ্ধ আছে। সখীগণ ব্রজমিথুনযুগলের কেলিবিলাস রসামৃত পান পরায়ণা তথা তাঁহাদের কেলিকৌমুদীর চন্দ্রিকা স্বরূপা এবং তাঁহাদের মিলনজনিত আনন্দের সেবানৈপুণ্য রত্নের সম্পুট স্বরূপা। তাঁহারা যুগলকিশোরের সেবন মাধুর্য্যরসামৃত সৌভাগ্য সম্প্রদায়িকা। তাঁহারা যুগলের বিশ্বাসরত্ন পেটিকা স্বরূপা। অধিক কি যাঁহাদের সঙ্গাদি বিনা কখনও যুগলের বিলাস বাহুল্য মধুর মধুর ভাবে সম্পন্ন হয় না, তজ্জন্য তাঁহাদের চরিতামৃতই তদাশ্রিতাদের পরম জীবাতু স্বরূপ। অতঃপর সখীদের চরিত্রের বিশেষ আলোচনার্থ তাঁহাদের রূপগুণভাবাদি পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিচারিত হইতেছে। সখীগণ জয়যুক্ত হউন।

আদৌ সখ্যঃ

সখ্যো ধনিষ্ঠাবৃন্দাকুন্দলতাদয়ঃ। এতা রাধাকল্পলতায়াঃ পত্রোপমাঃ। তৎসারূপ্যসংপ্রাপ্তাঃ। মঞ্জরিতনবকৈশোরবয়াঃ। অনুলোভনীয়াঙ্গমাধুর্য্যবত্যঃ মদনবেষা আত্যন্তিকলঘুতরগুণা স্তদ্ভাবেচ্ছাময়ীসমর্থারতিবত্যঃ। অপুষ্টসখ্যস্বভাবাঃ তাম্বূলার্পণ পাদমর্দ্দনপয়োদানাভিসারাদিসেবানিপুণাঃ পত্রহারিকাদূতিকাঃ কৃষ্ণস্নেহানুরাগাধিকাঃ রসবৎসুসখ্যপ্রণয়াঃ স্বল্পোদিত ললিত মানিন্যঃ মুকুলিতমঞ্জিষ্ঠারাগাত্মিকাঃ ধূমায়িতরূঢ়ভাবান্বিতাঃ সামান্য দশদশাক্রান্তাঃ পরকীয়াপরোঢ়ানূঢ়াশ্চ গোকুলগোপিকাঃ যুগলকিশোরালম্বনাঃ দ্বয়োর্বিলসিতব্যবহার্য্যদেশকালরসজ্ঞপাত্রা

দ্যুদ্দীপণবিভাবাঃ মিলনে স্মিতগীতাদি তথা বিয়োগে দীর্ঘনিঃশ্বাসাদ্যনুভাববত্যঃ সংক্ষিপ্তোদ্দীপ্তসাত্ত্বিকাঃ হর্ষবিষাদ নির্ব্বেদাদিসঞ্চারিবিভাবিতাঃ যুগল মিলনানন্দসম্ভোগপরা ন তু সাক্ষাৎকৃষ্ণাঙ্গসঙ্গমবিলাসিন্যঃ দ্বয়োর্বিরহে বিদলিতাশয়াঃ নায়িকত্বপরান্মুখ্যঃ দ্বয়োরাগ্রহাতিশয্যৈরেপি কৃষ্ণসঙ্গমাভিলাষ বিনির্ম্মুক্তাশয়া ছলেন চ বলেন বা কদাচিদ্ধনিষ্ঠাদি কিঞ্চিদ্ভুক্তা তাঃ কৃষ্ণাশ্লিষ্ট কর্ম্মান্তদীয়তাপ্রাণাশ্চ।

ধনিষ্ঠা বৃন্দা কুন্দলতাদি সখী। ইঁহারা রাধা কল্পলতার পত্রতুল্য, রাধার সারূপ্যসংপ্রাপ্তা, মঞ্জরিত নব কৈশোরবয়সান্বিতা, অনুলোভনীয় অঙ্গমাধুর্য্যবতী। ইঁহারা মদনবেষা অর্থাৎ বেষাদি দ্বারা কৃষ্ণচিত্তে মদনের উদয় কারিণী, নায়িকাত্ব বিচারে আত্যন্তিকলঘুগুণবতী। ইঁহারা তদ্ভাবেচ্ছাময়ী সমর্থারতিমতী। অপুষ্টসখ্যস্বভাবা অর্থাৎ ইহাদের সখ্যভাব পুষ্ট নয়। ইঁহারা নিকুঞ্জবিলাসে যুগলের তাম্বূলার্পণ, জলদান, যথাকালে সঙ্কেত কুঞ্জে অভিসারাদি সেবা নিপুণা। ইঁহারা পত্রহারিকা দূতীস্বভাবা, কৃষ্ণের প্রতি অধিক স্নেহ রাগাদিযুক্তা অর্থাৎ রাধা অপেক্ষা কৃষ্ণের প্রতি ইঁহাদের স্নেহাদি কিঞ্চিৎ অধিকরূপে বিদ্যমান। ইঁহারা রসবৎ সুসখ্যপ্রণয়বিলাসা, স্বল্পোদিত ললিতমানবতী, মুকুলিতমঞ্জিষ্ঠারাগাত্মিকা, ধূমায়িতরূঢ়ভাবান্বিতা, সামান্য দশদশাবতী, ইঁহারা পরকীয়াপরোঢ়া (বিবাহিতা) কেহ বা অনূঢ়া (অবিবাহিতা) গোকুলগোপিকা। যুগলকিশোরই ইঁহাদের আলম্বন, তাঁহাদের বিলসিত ও ব্যবহার্য্য দেশ কাল পাত্রাদিই ইঁহাদের উদ্দীপন বিভাব, ইহারা মিলনে স্মিতগীতাদি করেন, আর বিয়োগে দীর্ঘনিঃশ্বাসাদি ত্যাগ করেন, ইঁহারা সংক্ষিপ্ত উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাবযুক্তা, হর্ষ বিষাদ নির্ব্বেদাদি সঞ্চারিভাববতী, যুগলমিলনানন্দসম্ভোগপরায়ণা অর্থাৎ যুগলমিলনানন্দই ইঁহাদের

সম্ভোগের বিষয়, ইঁহারা সাক্ষাৎ কৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গের বিলাস ভাবনামুক্ত চিত্তা। যুগলের বিরহে ইহারা দলিতহৃদয়া হন। ইঁহারা নায়িকাত্ব পরানুমুখা অর্থাৎ নায়িকতায় উদাসীনা। কখনও কৃষ্ণ ও রাধিকার আগ্রহাতিশয্যেও ইঁহারা কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হন না। তথাপি কখনও ছলে বা বলে কদাচিৎ ধনিষ্ঠাদি কৃষ্ণভুক্তা হন অর্থাৎ কৃষ্ণের চুম্বনালিঙ্গনাদি প্রাপ্ত হন। ইঁহারা কৃষ্ণাশ্লিষ্টকর্ম্মিণী এবং তদীয়তাপ্রাণা অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রাণা।

শ্রীসখীনাং পরিচিতিঃ

শ্রীবৃন্দা

শ্রীবৃন্দাসখীয়ং তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা নীলাম্বরী নবকিশোরী মুক্তাপুষ্পাদিভূষণাঞ্চিতা চিত্রভানুফুল্লরাত্মজা মহীপালপতিমন্যা মঞ্জর্যগ্রজা বৃন্দাবনসেবাধিকারিণী চাটুবাগ্মিনী দূতীত্বেনাপি প্রসিদ্ধা যামুনকুঞ্জবিলাসিনী চ।

শ্রীবৃন্দাদেবী তপ্তকাঞ্চনকান্তিমতী, নীলাম্বরী, নবকিশোরী, মুক্তা ও পুষ্পাদিভূষণে অলঙ্কৃতা, পিতা চন্দ্রভানু, মাতা ফুল্লরা, পতিমন্য মহীপাল, ভগিনী মঞ্জরী। ইনি বৃন্দাবনের সেবাধিকার প্রাপ্তা, সখী হইয়াও কার্য্যগৌরবে দূতী হইয়া থাকেন। ইনি চাটুবাদিনী অর্থ তোষামোদকারিণী। শ্রীরাধিকা মান করিলে বৃন্দা তাঁহাকে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য তোষামোদ করেন। ইনি বৃন্দাবনীয় যামুনকুঞ্জবিলাসিনী।

অস্যাঃ ধ্যানং **তপ্তহেমরুচিরাং ঘনাম্বরাং**
দিব্যপুষ্পভরণাভিরামিকাম্।
দৌত্যকর্ম্মনিপুণাং হরিপ্রিয়াং
কৃষ্ণকেলিবনসেবিকাং ভজে।।

শ্রীবীরা

শ্রীবীরাসখীয়ং শ্যামলাভা শুক্লাম্বরী নবকিশোরী বিচিত্ররত্নালঙ্কৃতাঙ্গী বিশালমোহিনীসুতা কবলপতিমন্যা কবলাগ্রজা যাবটস্থিতা নানাসন্ধানবেষভূষণবিচক্ষণা প্রগল্ভভাষিণী কৃষ্ণদূতীত্বেন প্রসিদ্ধা চ।

শ্রীবীরাসখী শ্যামলকান্তিমতী, শুক্লবসনা, নবকিশোরী, বিচিত্ররত্ন অলঙ্কারে ভূষিতা, পিতা বিশাল, মাতা মোহিনী, পতিমন্য কবল, ভগিনী কবলা। ইনি যাবটস্থিতা, যুগলের মিলন কার্য্য বিষয়ে নানাসন্ধানে বেষভূষা করণে সমর্থা এবং প্রগল্ভভাষিণী অর্থাৎ অহঙ্কারবাদিনী। কৃষ্ণের দূতিরূপেও তাঁহার বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে।

অস্যাঃ ধ্যানং **শুক্লাম্বরাং শ্যামতনুং সুশোভাং**
বিশালকন্যাং বরভূষণাঢ্যাম্।
প্রাগল্ভবাগাশ্রিতকৃষ্ণদূতীং
বীরাং বরেণ্যাং মধুরাং স্মরামি।।

শ্রীকুন্দলতা

শ্রীকুন্দলতাসখীয়ং সুবর্ণকান্তিশালিনী, বিচিত্রনীলাম্বরী, নবযৌবনা ধেনুধন্যসুশিখাত্মজা শিখাবত্যগ্রজা সুভদ্রপতিমতী উপানন্দপুত্রবধূ কৃষ্ণদেবরা কৃষ্ণস্নেহাধিকা যুগলমিলনচতুরা কৃষ্ণার্পিতভুরিগৌরবালয়া নর্ম্মরসিকা জটিলাবিশ্বাসভাজনী। নিত্যং প্রাতঃ যশোদাজ্ঞয়া জটিলাপ্রসাদন রাধিকানয়ন বিশারদা সাহারস্থিতা চ।

শ্রীকুন্দলতা সখী সুবর্ণকান্তিশালিনী, বিচিত্র নীলপট্টাম্বরা নবযৌবনভূষণা, পিতা ধেনুধন্য, মাতা সুশিখাদেবী, ভগিনী শিখাবতী, পতিদেব সুভদ্র (শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠতাত শ্রীউপানন্দপুত্র),

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার দেবর অর্থাৎ ইনি কৃষ্ণের ভ্রাতৃবধূ রূপে প্রসিদ্ধা। ইনি কৃষ্ণস্নেহাধিকা, জটিলার বিশ্বস্তপাত্রী, যুগলমিলনে চতুরা, নানা উপায়ে তিনি রাধাকে কৃষ্ণের সহিত মিলিত করান। ইনি কৃষ্ণপ্রদত্ত প্রচুর গৌরবের আলয় স্বরূপা। রাধা মান করিলে ইনি দুঃখিতা হন এবং কৃষ্ণকে সান্ত্বনা দান করেন। ইনি প্রাতঃকালে শ্রীযশোদার আদেশে যাবটে যাইয়া জটিলার অনুমতিক্রমে রাধাকে পাকার্থে নন্দভবনে আনয়ন করেন। ইনি নর্ম্মরসিকা, সাহার গ্রামস্থিতা।

অস্যাঃ ধ্যানং **সুবর্ণকান্তিং নববৌবনাঞ্চ**

বিচিত্রনীলাম্বরভূষণাঢ্যাম্।

সুভদ্রপত্নীং হরিমাতৃভক্তাং

শ্রীকুন্দপূর্ব্বাং লতিকাং স্মরামি।।

সিদ্ধান্তম্

সখী হ্যপি ভবেদ্দূতী যূনোর্বিশ্বস্তমর্ম্মগা।

পারকীয়রসে দাসী ন দূতী স্যাৎ সখীং বিনা।।

দূতীতয়া প্রসিদ্ধে যে বীরাবৃন্দে হরিপ্রিয়ে।

তত্ত্বতস্তে সখীত্বেন প্রসিদ্ধে রসিকান্বয়ে।।

যুগলের অতি বিশ্বস্ত মর্ম্মজ্ঞা সখীই দূতী হইয়া থাকেন। পারকীয় বিলাস বিষয়ে সখী বিনা দাসী দূতী হইতে পারেন না। কারণ মধুররসবিলাসে দাসদাসীদের সেবাধিকার নাই। হরিপ্রিয়া বীরা ও বৃন্দা দূতীত্বে প্রসিদ্ধ হইলেও তত্ত্বতঃ তাঁহারা রসিক সমাজে সখীর মধ্যে গণ্যা।

অথ নিত্যসখ্যঃ

কস্তুরীমণিমঞ্জরী মদিরাদয়ঃ নিত্যসখ্যঃ।

সখ্যেনৈব সদা প্রীতা নায়িকাত্বানপেক্ষিণী।

ভবেন্নিত্যসখী সা তু দ্বিধৈকাত্যন্তিকী লঘুঃ।

আপেক্ষিকলঘূনাঞ্চ মধ্যেঽন্যা কাচিদীরিতা।।

তা রাধাকল্পলবল্ল্যামঞ্জর্য্যুপমাপরাঃ রাধাস্বারূপ্যসম্প্রাপ্তাঃ মুকুলিতনবযৌবনাঃ বিলোভনীয়াঙ্গমাধুর্য্যঃ মোহনবেশান্বিতাঃ আত্যন্তিকলঘুগুণাত্মিকাস্তদ্ভাবেচ্ছাময়ীসমর্থারতিবত্যঃ অপুষ্টসখ্যস্বভাবা স্তাম্বূলার্পণপাদমর্দ্দনপয়োদানাভিসারাদিসেবা নিপুণাঃ পত্রহারিকাদৈত্যেবরাঃ রাধাস্নেহানুরাগাধিকা গুড়বৎসুসখ্য প্রণয়ান্বিতাঃ আংশিকোদিতললিতমানবিলাসাঃ ঈষদ্বিকশিত মঞ্জিষ্ঠারাগাশ্রয়াঃ জ্বলিতরূঢ়ভাবাঃ বিশেষদশদশাবত্যঃ পরকীয়াপরোঢ়ানূঢ়াশ্চ গোকুলগোপিকাঃ যুগলকিশোরাবলম্বনাঃ দ্বয়োর্বিলসিতব্যবহার্য্যদেশকালপাত্রবংশীধ্বনিসম্বন্ধ্যুদ্দীপনবিভাবাঃ মিলনে স্মিতগীতাদি তথা বিয়োগে চ দীর্ঘনিঃশ্বাসাদ্যনুভব বিশেষাঃ। সংকীর্ণোদ্দীপ্তসাত্ত্বিকাঃ হর্ষবিষাদনির্ব্বেদাদি সঞ্চারীভাবান্বিতাঃ যুগলবিলাসসন্দর্শনসেবনানন্দসম্ভোগবরাঃ তদ্বিরহে বিলুলিতাশয়াঃ নায়িকাত্বপরান্মুখাস্তয়ো রাগ্রহাতিশয্যেরপি কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গমাভিলাষবিনির্মুক্তাশয়াঃ ছলেন চ বলেন চ কাচিৎ কদাচিৎ কিঞ্চিৎ কৃষ্ণভুক্তাশ্চ রাধাশ্লিষ্টকর্ম্মা তথা তদীয়তাপ্রাণাশ্চ।

অনন্তর নিত্যসখীগণ

কস্তুরী মণিমঞ্জরী মদিরাদি নিত্যসখী। নিত্যসখীর সংজ্ঞা-নায়িকত্ব অপেক্ষা না করিয়া যাঁহারা সখ্য বিষয়ে প্রীত হন তাহাকেই নিত্যসখী কহে। ঐ নিত্যসখী দুই প্রকার, একা আত্যন্তিকলঘু অন্যে আপেক্ষিক লঘু। এই সকলের মধ্যে যাহাকে নায়িকত্বে অনাগ্রহা বলা হইয়াছে তিনিই দ্বিতীয়া অর্থাৎ আপেক্ষিকী লঘু। অতএব ঐ দুইজনকেই নিত্য সখী বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। নিত্যসখী ও প্রাণসখীই মঞ্জরী নামে

অভিহিতা। মঞ্জরীগণ দাস্যপরা আর প্রিয়সখী ও পরমপ্রেষ্ঠ সখীগণ বিশুদ্ধসখ্যপরা। মঞ্জরীগণ নিকুঞ্জবিলাসে নিঃসঙ্কোচ সেবাপরা আর প্রিয়সখী তথা পরমপ্রেষ্ঠসখীগণ প্রাগল্ভ্য নর্ম্মপরা।

যথা বিলাপকুসুমাঞ্জলৌ-

তাম্বূলার্পণপাদমর্দ্দনপয়োদানাভিসারাদিভি

র্বৃন্দারণ্যমহেশ্বরীং প্রিয়তয়া যাস্তোষয়ন্তি প্রিয়াঃ।

প্রাণপ্রেষ্ঠসখীকুলাদপি কিলাসঙ্কোচিতা ভূমিকাঃ

কেলিভূমিষু রূপমঞ্জরীমুখাস্তা দাসিকাঃ সংশ্রয়ে।।

তাম্বূলার্পণ, পাদমর্দ্দন, জলদান ও অভিসারাদি কার্য্য দ্বারা বৃন্দারণ্যমহেশ্বরী শ্রীরাধিকাকে প্রতিনিয়ত পরিতৃপ্ত করিতেছেন এবং প্রাণপ্রিয় ললিতাদি সখী অপেক্ষাও যাঁহারা প্রিয়তমা এবং রাধাকৃষ্ণের কেলিস্থলে গমনাগমন করিতে অসঙ্কোচিতা, সেই রূপমঞ্জরী প্রমুখা রাধিকা দাসীগণকে আমি আশ্রয় করি। অত্র পদ্যে প্রিয়সখী ও পরমপ্রেষ্ঠসখী অপেক্ষা নিকুঞ্জসেবা বিষয়ে নিত্যসখী মঞ্জরীদের বৈশিষ্ট পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। নিত্যসখীগণ রাধারূপিণী প্রেমকল্পলতিকার মঞ্জরী উপমা তুল্যা, মঞ্জরীসাম্যে মঞ্জরী নামা। ইঁহারা রাধার সারূপ্য সম্প্রাপ্তা, মুকুলিত নবকৈশোর বয়সান্বিতা, বিলোভনীয় অঙ্গমাধুর্য্যবতী, সুমোহন বেশান্বিতা, আপেক্ষিকীলঘু গুণান্বিতা, তদ্ভাবেচ্ছাময়ী সামর্থারতিমতী, অপুষ্টসখ্যস্বভাবা, তাম্বূলার্পণ পাদমর্দ্দন জলদান অভিসারাদি সেবায় সুনিপুণা, পত্রহারিকাদূতী স্বভাবা, রাধাস্নেহানুরাগাধিকা অর্থাৎ কৃষ্ণ অপেক্ষা রাধার প্রতি ইহাদের স্নেহানুরাগাদি কিঞ্চিৎঅধিক, ইঁহারা গূঢ়বৎ সুসখ্যপ্রণয়যুক্তা, আংশিকোদিত ললিতমানবিলাসা, ঈষদ্বিকশিতমঞ্জিষ্ঠারাগাশ্রয়া, জ্বলিতরূঢ়ভাবা,

বিশেষদশদশাবতী, পরকীয়াপরোঢ়া গোকুলগোপিকা, যুগলকিশোর আলম্বনা, তাঁহাদের বিলসিত দেশকালপাত্র বংশীধ্বনি আদি উদ্দীপন বিভাববতী। মিলনে স্মিতগীতাদি তথা বিয়োগে-দীর্ঘনিঃশ্বাসাদি অনুভাববতী, সঙ্কীর্ণ উদ্দীপ্তসাত্ত্বিকভাব বিশিষ্টা, হর্ষবিষাদ নির্ব্বেদাদি সঞ্চারিভাব সিঞ্চিতা, যুগলবিলাসদর্শনসেবনানন্দ সম্ভোগ বরীয়সী, তাঁহাদের বিরহে বিলুলিতাশয়া, নায়িকাত্বপরানুখা, তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্যেও কৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গবাসনা বিনির্মুক্তাশয়া। যথা-উজ্জ্বলনীলমণৌ-

ত্বয়া যদুপভুজ্যতে মুরজিদঙ্গসঙ্গে

সুখং তদেব বহু জানতী স্বয়মবাপ্তিতঃ শুদ্ধধীঃ।

ময়া কৃতবিলোভনাপ্যধিকচাতুরীচর্য্যয়া

কদাপি মণিমঞ্জরী ন কুরুতে অভিসারস্পৃহা।

এক দিবস রাধা মণিমঞ্জরীকে কান্ত সকাশে অভিসার করাইবার জন্য কোন সখীকে নিযুক্ত করায় তিনি যুক্তি পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিসার করাইতে না পারিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাধাকে কহিলেন, হে প্রিয়সখি! তুমি আজ্ঞা করায় মণিমঞ্জরীকে বহু প্রলোভন বাক্যে বলিলাম বয়স্যে! ত্রিভুবনে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গসুখ ব্যতীত অন্য কোন সুখই নাই। অতএব একবার তাহা আস্বাদন কর। তাহাতে সে বলিল,"সখি! শ্রীরাধা কৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গে যে সুখ অনুভব করে আত্মলাভ অপেক্ষা আমার পক্ষে সেই সুখই অধিক"। হে প্রিয়সখি রাধে! বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইলাম মণিমঞ্জরীর চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে। যেহেতু বহু প্রলোভনেও তাঁহার চিত্ত অভিসারার্থ ক্ষুব্ধ হয় নাই ইত্যাদি। ইঁহারা রাধাশ্লিষ্ঠকর্ম্মা তথা রাধাগতপ্রাণা। কখনও বংশী অন্বেষণ ছলে বা বলাৎকারে কৃষ্ণ ইহাদের গাত্রস্পর্শাদি করেন। রহস্য বিবেক-

রাধাপাল্যদাসী ভাবোল্লাসারতিমতী।
নিত্যসখী সখীপ্রায়া সেবানিষ্ঠাবতী।।
প্রেমসাদ্গুণ্যসৌভাগ্যে নিত্যসখীজনা।
আপেক্ষিকলঘুগুণা নায়িকাত্বহীনা।।
যূথেশাকনিষ্ঠকল্পা সখীপ্রায়া তায়।
অপুষ্টসখ্যস্বভাবে মঞ্জরী সংজ্ঞা পায়।।
অনতিলোভনীয়রূপমাধুর্য্যচরী।
রাধা প্রতি কৃষ্ণরতি সন্দীপনঙ্করী।।
রাধারস পানে মত্ত কৃষ্ণভৃঙ্গ ঢুরে।
মঞ্জরীমাধুর্য্য লোভে বলাৎকার করে।।
কৃষ্ণ নিজ সঙ্গামৃতমঞ্জরীরে দানে।
চুম্বনালিঙ্গনাদিক ছলের বিধানে।।
তৎকালে মঞ্জরীভাবনিষ্ঠা নিরখিয়া।
প্রেমের সাগরে ভাসে রাধা বিনোদিয়া।।
রাধাকায়ব্যূহরূপা তাতে সখীগণ।
রাধাসঙ্গসুখোল্লাস লভে শতগুণ।।
তরঙ্গবৎ শতগুণ সুখোল্লাস বৃদ্ধি।
রাধার সঙ্গমে লভে ভাবের সমৃদ্ধি।।
দর্শনে স্পর্শনসুখ তরঙ্গিত হয়।
তদেকাত্মস্বভাবের এই পরিচয়।।
রাধাস্বারূপ্যসংপ্রাপ্তা তাতে সখীগণ।
অঙ্গে রাধা রতিচিহ্ন ভাসে বিলক্ষণ।।
তমালালিঙ্গিয়া যথা থাকে স্বর্ণলতা।
শোভে তাহে কত কুসুম মঞ্জরী পাতা।।

ঐছে কৃষ্ণকান্তারূপে রাজে যূথেশ্বরী।
শোভা করে তাতে নিজ সখী সহচরী।।
পত্র মঞ্জরীর শোভা তোষে হরি নয়ন।
সখী মুকুলের রস করে আস্বাদন।।
কান্তাপদ্মিনীর মধু পানে মত্ত হৈয়া।
নানা লীলা রঙ্গ করে শ্যাম বিনোদিয়া।।
হরণ কর্ষণ আর রমণ বিধানে।
চুম্বনালিঙ্গনে শ্যাম রমে রাধা সনে।।
মত্তভৃঙ্গ যৈছে পত্র পল্লবে বসয়।
ঐছে শ্যাম মঞ্জরীর বদন চুম্বয়।।
বংশী অন্বেষণে করে প্রেম আলিঙ্গন।
বক্ষোজালম্ভন করে, বস্ত্র আকর্ষণ।।
এতাবৎ মঞ্জরীর কৃষ্ণসঙ্গোদয়।
রাধাসুখোল্লাস হেতু জানিহ নিশ্চয়।।
কৃষ্ণসুখে রাধাসুখ বাড়ে অনুক্ষণ।
রাধা সুখে সখীসুখ বাড়ে শতগুণ।।
তাঁ সবার সুখে কৃষ্ণ আপনা পাসরে।
প্রেমামৃত পারাবারে সতত সাঁতারে।।

অতঃ প্রাণসখ্যঃ

নিত্যসখীষু যা মুখ্যাস্তাঃ প্রাণসখিকাঃস্মৃতাঃ।
তুলসীকেলিকন্দলাদয়ঃ প্রাণসখ্যঃ।

তা রাধাকল্পলতায়ার্মঞ্জর্য্যুপমাধিকাঃ রাধাস্বারূপ্য সম্প্রাপ্তাঃ কুসুমিতনবকৈশোরবয়সান্বিতাঃ প্রলোভনীয়াঙ্গমাধুর্য্যবত্যঃ লোভনবেশান্বিতাঃ আপেক্ষিকলঘুগুণাঃ স্তভ্ভাবেচ্ছাময়ী

সমর্থারতিবত্যঃ সুপুষ্টসখ্যস্বভাবাঃ তাম্বূলার্পণ পয়োদানাভিসারাদিসেবাপরমাঃ পত্রহারিকাদৈত্যকুশলাঃ রাধাস্নেহানুরাগাধিকাঃ (মধুস্নেহা)খণ্ডবৎসুসখ্যপ্রণয়াত্মিকাঃ অর্দ্ধোদিত ললিতমানিন্যঃ আংশিকবিকসিত মঞ্জিষ্ঠা রাগাত্মিকাঃ সুজ্বলিতরূঢ়ভাবরূঢ়াঃ বিশিষ্টদশদশাপরাঃ পরকীয়া পরোঢানূঢ়াশ্চ গোকুলগোপিকাঃ যুগলকিশোরালম্বনাত্মিকাঃ দ্বয়োর্বিলসিত দেশকালপাত্রবংশী ধ্বন্যাদি চোদ্দীপনবিভবাঃ মিলনে- কর্ণাকর্ণী স্মিতগীতাদি তথা বিয়োগে চ দীর্ঘনিঃশ্বাসা দ্যনুভাবাক্রান্তাঃ সংকীর্ণোদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকাবরাঃ হর্ষবিষাদনির্ব্বেদাদিসঞ্চারী সঞ্চোদিতেন্দ্রিয়াঃ যুগলবিলাসদর্শনস্পর্শনসেবনানন্দ সম্ভোগ পরমাস্তথা রাধাঙ্গরতিচিহ্নবিলাসাঙ্গাস্তদ্বিরহে বিধুরিতাশয়াঃ নায়িকত্বপরান্মুখাঃ দ্বয়োরাগ্রহাতিশয্যেরপি কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গমাভিলাষ বিনির্মুক্তাশয়াঃ ছলেন চ বলেন চ কদাচিৎ কাচিৎ কিঞ্চিৎ কৃষ্ণাভুক্তাশ্চ রাধাশ্লিষ্টকর্ম্মিষ্ঠাশ্চ রাধীয়তাপ্রাণাশ্চ।

অনন্তর প্রাণসখী

নিত্যসখীদের মধ্যে মুখ্যাই প্রাণসখী সংজ্ঞক। তুলসী কেলিকন্দলাদি প্রাণসখী । তাঁহারা প্রেমকল্পলতিকা শ্রীরাধিকার মঞ্জরীতুল্যাদের প্রধানা। তাঁহারা রাধিকার স্বরূপ সম্প্রাপ্তা, কুসুমিতনবকৈশোরবয়সান্বিতা, প্রলোভনীয় অঙ্গমাধুর্য্যবতী, বিলোভনবেশান্বিতা, আপেক্ষিকীলঘুগুণ চরিতা , তদ্ভাবেচ্ছাময়ী সমর্থারতিবতী, মধুস্নেহাধিকা, সুপুষ্টসখ্যস্বভাবা, বিলাসকালে যুগলসেবায় তাম্বূলার্পণ জলদান অভিসারাদি সেবাতে অতিশয় নিপুণা, তাঁহারা পত্রহারিকাদূতীদের মধ্যে মুখ্যা, কৃষ্ণ অপেক্ষা রাধিকার প্রতি অধিকস্নেহরাগদি বিশিষ্টা, খণ্ডবৎসুসখ্য প্রণয়শালিনী, অর্দ্ধোদিতললিতমানিনী, আংশিকবিকসিত মঞ্জিষ্ঠা রাগিণীবরা, সুজ্বলিতরূঢ়ভাবে আরূঢ়া, বিশিষ্ট দশদশাপরায়ণা,

পরকীয়াপরোঢ়া গোকুলগোপিকা, যুগলকিশোর আলম্বনা, তাঁহাদের বিলসিত ও ব্যবহার্য্য দেশ কাল পাত্র বংশীনাদাদি উদ্দীপন বিভাবযুক্তা, মিলনে কর্ণাকর্ণী, স্মিতগীতাদি এবং বিয়োগে দীর্ঘনিঃশ্বাদিত্যাগাদি অনুভাববেদিনী, সঙ্কীর্ণ উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবসম্বলিতা, হর্ষবিষাদদৈন্যনির্ব্বেদাদি সঞ্চারী ভাবভরে সঞ্চোদিত ইন্দ্রিয়বৃত্তিযুক্তা, যুগলের দর্শন স্পর্শনাদি সেবনানন্দ সম্ভোগ পরমা, তথা রাধাঙ্গের কৃষ্ণবিলাস রতিচিহ্নাদি বিলসিত অঙ্গবিশেষা, তাঁহাদের বিরহে বিধুরিত আশয়া, তাঁহারা নায়িকত্বে পরান্মুখা, কখন রাধা কখন বা কৃষ্ণের আগ্রহেও নয়িকাভাবে কৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গের অভিলাষ করেন না, তাঁহাদের মধ্যে কখনও কেহ বা ছলে বলে বংশী অন্বেষণ ছলে কিঞ্চিত চুম্বাদি প্রাপ্ত হন মাত্র। তাঁহারা রাধার অশ্লিষ্টকর্ম্মা এবং রাধাগতপ্রাণা।

শ্রীনিত্যসখীপ্রাণসখীনাং পরিচিতিঃ

শ্রীরূপমঞ্জরী

শ্রীরূপমঞ্জরী সখীয়ং ললিতাকুঞ্জোত্তরে স্বনাম্না প্রসিদ্ধ রূপোল্লাসকুঞ্জবিলাসা গোরোচনাবর্ণা শিখিপুচ্ছবসনা মাসাধিকত্রয়োদশবর্ষীয়সী তাম্বূলসেবাপরা বামামধ্যাভাবান্বিতা বিভানুসুলবতীসুতা যাবটে বিবাহিতা গোবর্দ্ধনপতিমন্যা গৌররসে তু শ্রীরূপগোস্বামিপাদতাং গতা।

এই শ্রীরূপমঞ্জরী সখী ললিতাকুঞ্জোত্তরে নিজ নামে প্রসিদ্ধ রূপোল্লাসকুঞ্জবিলাসিনী, গোরোচনাবর্ণা, শিখিপুচ্ছবসনা, তেরবর্ষ একমাস বয়স্কা, তাম্বূলসেবা পরায়ণা, বামামধ্যা স্বভাব, ইঁহার পিতা বিভানু, মাতা সুলবতী, পতিমন্য গোবর্দ্ধনগোপ, যাবটে বিবাহিতা, ইনি রঙ্গনমালা নামেও প্রসিদ্ধা। ইনি গৌরলীলায় শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ।

অস্যাঃ ধ্যানং **গোরোচনানিন্দিনিজাঙ্গকান্তিং**

মায়ূরপিঞ্ছাভসুচীনবস্ত্রাম্।

শ্রীরাধিকাপাদসরোজদাসীং

রূপাখ্যকাং মঞ্জরিকাং স্মরামি।।

শ্রীমঞ্জুলালীমঞ্জরী

শ্রীমঞ্জুলালীসখীয়ং সুদেবীকুঞ্জোত্তরে স্বনাম্না প্রসিদ্ধ লীলানন্দকুঞ্জবিলাসিনী তপ্তস্বর্ণবর্ণা কিংশুকবসনা ষন্মাস সপ্তদিনাধিক ত্রয়োদশ বর্ষবয়স্কা মৃদ্বীস্বভাবা বস্ত্রসেবাপরা কেতবসুচরিতাসুতা গোভট্টপরিমন্যা যাবটে বিবাহিতা গৌররসে তু শ্রীলোকনাথগোস্বামিপাদতাং গতা।

শ্রীমঞ্জুলালীসখী সুদেবীকুঞ্জের উত্তরে নিজ নামে প্রসিদ্ধ লীলানন্দকুঞ্জে অবস্থান করেন। ইনি তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, কিংশুকবর্ণ বসনা, তেরবর্ষ ছয়মাস বয়স্কা, মৃদ্বী স্বভাবা, বস্ত্রসেবাপরা, ইহার পিতা কেতব, মাতা সুচরিতা, যাবটে বিবাহিতা,পতিমন্য গোভট্ট গোপ, ইনি গৌরলীলায় শ্রীলোকনাথ গোস্বামিপাদ।

অস্যাঃ ধ্যানং **প্রতপ্তহেমাঙ্গরুচিং মনোজ্ঞাং**

শোণাম্বরাং চারুসুভূষণাঢ্যাম্।

তাং বস্ত্রসেবারসিকাং সুশীলাং

শ্রীমঞ্জুলালীং নিয়তং ভজামি।।

শ্রীরসমঞ্জরী

শ্রীরসমঞ্জরীসখীয়ং চিত্রকুঞ্জপ্রতিচ্যাং স্বনাম্না প্রসিদ্ধরসানন্দ কুঞ্জবিলাসিনী চম্পকবর্ণা হংসপক্ষবসনা একমাসাধিক ত্রয়োদশ বর্ষীয়সী চিত্রকসেবা দক্ষিণমৃদ্বীস্বভাবা মহাকীর্ত্তিসোনাত্মজা

যাবটস্থিতা লবঙ্গপতিমন্যা গৌররসে তু শ্রীরঘুনাথ ভট্টগোস্বামি পাদতাং গতা।

শ্রীরসমঞ্জরী সখী চিত্রাদেবীর কুঞ্জের পশ্চিমে নিজ নামে প্রসিদ্ধ **রসানন্দকুঞ্জে** বিলাস করেন। ইনি চম্পকবর্ণা, হংসপক্ষবসনা, তেরবর্ষ একমাস বয়স্কা, চিত্রক অর্থাৎ তিলক সেবাপরা, দক্ষিণমৃদ্বী স্বভাবা। ইঁহার পিতা মহাকীর্ত্তি, মাতা সোনাদেবী, যাবটে পরিণীতা, পতিমন্য লবঙ্গ গোপ, ইনি গৌরলীলায় শ্রীরঘুনাথভট্টগোস্বামিপাদ।

অস্যাঃ ধ্যানং **হংসপক্ষরুচিরেণ বাসসা**

সংযুতাং বিকচচম্পকদ্যুতীম্।

চারুরূপগুণসম্পদান্বিতাং

সর্ব্বদাপি রসমঞ্জরীং ভজে।।

শ্রীরতিমঞ্জরী

শ্রীরতিমঞ্জরী সখীয়মিন্দুলেখাকুঞ্জদক্ষিণে স্বনাম্না প্রসিদ্ধরত্যম্বুজকুঞ্জবিলাসিনী হরিতালবর্ণা তারাবলীবসনা দ্বিমাসাধিক ত্রয়োদশবর্ষীয়সী চরণসেবাপরা দক্ষিণমৃদ্বীস্বভাবা অঙ্গভদ্রসুমেধাত্মজা যাবটস্থিতা বাণাক্ষপতিমন্যা গৌররসে চ শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামিপাদতাং গতা।

শ্রীরতিমঞ্জরী সখী ইন্দুলেখা সখীর কুঞ্জদক্ষিণে নিজ নামে প্রসিদ্ধ **রত্যম্বুজকুঞ্জে** বিলাস করেন। ইনি হরিতালবর্ণা, তারাবলী বসনা, তেরবর্ষ দুইমাস বয়স্কা, কুঞ্জবিলাসে যুগলের চরণসেবাপরায়ণা, দক্ষিণমৃদ্বী স্বভাবা। ইঁহার পিতা অঙ্গভদ্র, মাতা সুমেধা, যাবটে বিবাহিতা, পতিমন্য বাণাক্ষ গোপ, ইনি গৌরলীলায় শ্রীরঘুনাথ দাসগোস্বামিপাদ।

অস্যাঃ ধ্যানং **তারালিবাসো যুগলং দধানাং**

তড়িৎসমানস্বতনুচ্ছবিঞ্চ।

শ্রীরাধিকায়া নিকটে বসন্তীং

ভজে সুরূপাং রতিমঞ্জরীং তাম্।।

শ্রীগুণমঞ্জরী

শ্রীগুণমঞ্জরী সখীয়ং চম্পকলতাকুঞ্জস্যৈশানে স্বনাম্না প্রসিদ্ধ গুণানন্দকুঞ্জবিলাসা বিদ্যুদ্বর্ণা জবাপুষ্পবসনা একমাসসপ্তবিংশতি দিনাধিকত্রয়োদশবর্ষীয়সী জলসেবাপরায়ণা দক্ষিণপ্রখরস্বভাবা ভদ্রকীর্ত্তিমেনকাসুতা যাবটস্থিতা মণ্ডলীভদ্রপতিমন্যা। গৌররসে চ শ্রীগোপাল ভট্টগোস্বামিপাদতাং গতা।

শ্রীগুণমঞ্জরী সখী চম্পকলতাসখীর কুঞ্জের ঈশানকোণে নিজ নামে প্রসিদ্ধ গুণানন্দকুঞ্জবিলাসিনী। ইনি বিদ্যুদ্বর্ণা, জবাকুসুমবসনা, তের বর্ষ একমাস সাতাইশ দিন বয়স্কা, জলসেবাপরায়ণা, দক্ষিণপ্রখরা স্বভাবা, পিতা ভদ্রকীর্ত্তি, মাতা মেনকা, যাবটে বিবাহিতা, পতিমন্য মণ্ডলীভদ্র, ইনি গৌরলীলায় শ্রীগোপালভট্টগোস্বামিপাদ।

অস্যাঃ ধ্যানং **জবাভবস্ত্রাং তড়িদুজ্জ্বলাঙ্গীং**
নিকুঞ্জযূনোর্জলসেবনাঢ্যাম্।
কিশোর্যবামপ্রখরস্বভাবাং
স্মরামি নিত্যং গুণমঞ্জরীং তাম্।।

শ্রীবিলাসমঞ্জরী

শ্রীবিলাসমঞ্জরী সখীয়ং বিশাখাকুঞ্জস্যাগ্নেয়কোণে স্বনাম্না প্রসিদ্ধ বিলাসানন্দকুঞ্জবিলাসিনী স্বর্ণকেতকীবর্ণা চঞ্চরীক পক্ষীবসনা ষড়্‌বিংশতি দিনাধিকত্রয়োদশবর্ষীয়সী অঞ্জনসেবাপরা বামামৃদ্বীস্বভাবা চন্দ্রকীর্ত্তিষষ্ঠীসুতা যাবটস্থিতা বিলাসপতিমন্যা গৌররসে সা তু শ্রীজীব গোস্বামিপাদতাং গতা।

শ্রীবিলাসমঞ্জরী সখী বিশাখাসখীর কুঞ্জের অগ্নিকোণে নিজ নামে প্রসিদ্ধ বিলাসনন্দকুঞ্জে বিলাস করেন। ইনি স্বর্ণকেতকীবর্ণা, চঞ্চরীকপক্ষীবর্ণ বসনা, তের বর্ষ ছাব্বিশদিন বয়স্কা, অঞ্জনসেবাপরা, বামামৃদ্বী স্বভাবা, পিতা চন্দ্রকীর্ত্তি, মাতা ষষ্ঠী,

যাবটে বিবাহিত, পতিমন্য বিলাসগোপ। ইনি গৌরলীলায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদ।

অস্যাঃ ধ্যানং **স্বর্ণকেতকবিনিন্দিকায়কাং**
নিন্দিতভ্রমরকান্তিকাম্বরাম্।
কৃষ্ণপাদকমলোপসেবনী
মর্চ্চয়ামি সুবিলাসমঞ্জরীম্।।

শ্রীলবঙ্গমঞ্জরী

শ্রীলবঙ্গমঞ্জরী সখীয়ং তুঙ্গবিদ্যাকুঞ্জপূর্ব্বে স্বনাম্না প্রসিদ্ধলবঙ্গসুখদকুঞ্জবিলাসিনী স্বর্ণকান্তিমতী তারাবলীবসনা ষন্মাসাধিক ত্রয়োদশবর্ষীয়সী লবঙ্গমালাসেবাপরা দক্ষিণমৃদ্বী স্বভাবা চন্দ্রভানুযমুনাত্মজা যাবটস্থিতা সুমেধাপতিমন্যা গৌররসে তু শ্রীসনাতনগোস্বামিপাদতাং গতা।

শ্রীলবঙ্গমঞ্জরী সখী তুঙ্গবিদ্যা সখীর কুঞ্জের পূর্ব্বে নিজ নামে প্রসিদ্ধ লবঙ্গসুখদ কুঞ্জবিলাসিনী। ইনি স্বর্ণকান্তিমতী, তারাবলীবসনা, তেরবর্ষ ছয়মাস বয়স্কা, লবঙ্গমালা সেবাপরা, দক্ষিণমৃদ্বী স্বভাবা, পিতা চন্দ্রভানু, মাতা যমুনা, যাবটে বিবাহিতা, পতিমন্য সুমেধাগোপ। ইনি গৌরলীলায় শ্রীসনাতনগোস্বামিপাদ।

অস্যাঃধ্যানং **চপলাদ্যুতিনিন্দিকান্তিকাং**
শুভতারাবলিশোভিতাম্বরাম্।
ব্রজরাজসুতপ্রমোদিনীং
প্রভজে তাঞ্চ লবঙ্গমঞ্জরীম্।।

শ্রীকস্তুরীমঞ্জরী

শ্রীকস্তুরীমঞ্জরীসখীয়ং রঙ্গদেবীকুঞ্জস্য নৈঋতে কোণে স্বনাম্না প্রসিদ্ধ কস্তুর্য্যানন্দকুঞ্জবিলাসিনী শুদ্ধস্বর্ণবর্ণা কাচবসনা

ত্রয়োদশবর্ষীয়সী চন্দনসেবাপরায়ণা বামমৃদ্বীস্বভাবা সুভানু ঘোষণাসুতা যাবটস্থিতা, বিটঙ্কপতিমন্যা গৌররসে তু শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামিপাদতাং গতা।

শ্রীকস্তুরীমঞ্জরী সখী রঙ্গদেবীসখীর কুঞ্জের নৈঋতকোণস্থ নিজ নামে প্রসিদ্ধ **কস্তুর্য্যানন্দ কুঞ্জ**বিলাসিনী। ইনি শুদ্ধস্বর্ণবর্ণা, কাচবর্ণবসনা, তের বর্ষ বয়স্কা, চন্দরসেবাপরা,বামমৃদ্বী স্বভাবা, ইঁহার পিতা সুভানু, মাতা ঘোষণা, যাবটে বিবাহিতা, পতিমন্য বিটঙ্ক গোপ, ইনি গৌরলীলায় শ্রীকৃষ্ণদাসকবিরাজ গোস্বামিপাদ।

অস্যাঃ ধ্যানং **বিশুদ্ধহেমাব্জকলেবরাভাং**

কাচদ্যুতীচারুমনোজ্ঞচেলাম্।

শ্রীরাধিকায়া নিকটে বসন্তীং

ভজাম্যহং কস্তুরিমঞ্জরীং তাম্।

শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী

শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীসখীয়ং রাধাকুণ্ডমধ্যস্থ স্বনাম্না প্রসিদ্ধ অনঙ্গসুখদকুঞ্জনিবাসিনী বসন্তকেতকীবর্ণা নীলপদ্মবসনা ষন্মাসাধিকত্রয়োদশবর্ষীয়সী তাম্বূলসেবাপরা বৃষভানুকীর্ত্তদাত্মজা দুর্ম্মদপতিমন্যা যাবটস্থিতা গৌরলীলায়াং শ্রীজাহ্নবাদেবী পক্ষান্তরেণ শ্রীরামচন্দ্রকবিরাজতাং গতা।

শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীসখী রাধাকুণ্ডের মধ্যস্থিত নিজ নামে প্রসিদ্ধ **অনঙ্গসুখদকুঞ্জ**বিলাসিনী। ইনি বসন্তকেতকীবর্ণা, নীলপদ্মবসনা, তেরবর্ষ ছয়মাস বয়স্কা, তাম্বূল সেবাপরা, পিতা বৃষভানুরাজা, মাতা কীর্ত্তদাদেবী, যাবটে বিবাহিতা, পতিমন্য দুর্ম্মদগোপ (আয়াণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা), ইনি গৌরলীলায় শ্রীজাহ্নবাদেবী মতান্তরে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ।

অস্যাঃ ধ্যানং **রাধানুজাং নীলসরোজবস্ত্রাং**

সৎকেতকীকান্তিপরাং সুশোভাম্।

তাম্বূলসেবানিপুণাং সুনেত্রাং

নমাম্যনঙ্গাভিধমঞ্জরীং তাম্।।

শ্রীকলাবতী

শ্রীকলাবতীসখীয়ং হরিচন্দনবর্ণা শুকপক্ষীবসনা ষন্মাসাধিকত্রয়োদশবর্ষীয়সী পক্কান্নসেবাপরা কলাঙ্কুর সিন্ধুমতীসুতা যাবটে পরিণীতা কপোতপতিমন্যা গৌররসে তু শ্রীগোবিন্দ কবিরাজঃ ।

শ্রীকলাবতী সখী হরিচন্দনবর্ণা, শুকপক্ষীবর্ণাম্বরা, তের বর্ষ ছয়মাস বয়স্কা, পক্কান্নসেবাপরা, পিতা কালাঙ্কুর, মাতা সিন্ধুমতী, যাবটে বিবাহিতা, পতিমন্য কপোত গোপ। ইনি গৌরলীলায় শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ।

অস্যাঃ ধ্যানং **শুক্লাম্বরাং শ্রীহরিচন্দনাঙ্গীং**

পক্কান্নসেবানিরতাং সুশীলাম্।

মধ্যাদিভাবৈর্ব্বরভূষণাঢ্যাং

কলাবতীং কৃষ্ণপ্রিয়াং নমামি।।

শ্রীশুভাঙ্গদা

শ্রীশুভাঙ্গদাসখীয়ং তড়িৎকান্তিমতী নীলবর্ণবসনা ষন্মাসাধিকদ্বাদশবর্ষীয়সী পুষ্পচয়নসেবাপরা পাবন দক্ষিণাসুতা বিশাখাভগ্নী যাবটে পরিণীতা পতত্রিপতিমন্যা গৌরলীলায়ান্তু শ্রীকর্ণপূর কবিরাজঃ।

শ্রীশুভাঙ্গদা সখী তড়িৎকান্তিমতী, নীলাম্বরা, বারবর্ষ ছয়মাস বয়স্কা, পুষ্পচয়নসেবাপরা, পিতা পাবনগোপ, মাতা দক্ষিণা, বিশাখার ভগ্নী, যাবটে বিবাহিতা, পতিমন্য পতত্রিগোপ। ইনি

গৌরলীলায় শ্রীকর্ণপূর কবিরাজ।

অস্যাঃ ধ্যানং **সৌদামিনীকান্তিমতীং সুশোভাম্।**

নীলাম্বরীং পাবনগোপকন্যাম্।

প্রসূনসেবামধুরস্বভাবাং

শুভাঙ্গদাং তাং প্রণমামি নিত্যম্।।

শ্রীহিরণ্যাক্ষী

শ্রীহিরণ্যাক্ষীসখীয়ং স্বর্ণকান্তিমতী অপরাজিতাপুষ্পবসনা যন্মাসাধিকদ্বাদশবর্ষীয়সী মালাসেবাপরা মহাবসুসুচন্দ্রাসুতা যাবটস্থিতা জরোদ্গবপতিমন্যা গৌরলীলায়ান্তু শ্রীনৃসিংহ কবিরাজঃ।

শ্রীহিরণ্যাক্ষী সখী স্বর্ণকান্তিমতী, অপরাজিতাপুষ্পবসনা, বারবর্ষ ছয়মাস বয়স্কা, মালাসেবাপরা, পিতা মহাবসু, মাতা সুচন্দ্রা, যাবটে বিবাহিতা, পতিমন্য জরোদ্গব গোপ। ইনি গৌরলীলায় শ্রীনৃসিংহ কবিরাজ।

অস্যাঃ ধ্যানং **সুবর্ণবর্ণামপরাজিতাভ**

সুবস্ত্রযুক্তামভিরামশোভাম্।।

মাল্যাদিসেবানিরতাং বিনোদাং

হিরণ্যনেত্রীং সুভগাং নমামি।।

শ্রীরত্নলেখা

শ্রীরত্নলেখাসখীয়ং মনঃশীলাবর্ণা ভৃঙ্গবর্ণবসনা যন্মাসাধিকদ্বাদশবর্ষীয়সী শৃঙ্গারসেবাপরা পয়োনিধি কুটারিকাসুতা ইক্ডারপতিমন্যা যাবটস্থিতা গৌররসে তু শ্রীশিবানন্দ কবিরাজঃ।

শ্রীরত্নলেখা সখী মনঃশীলাবর্ণা, ভৃঙ্গবর্ণবসনা, বারবর্ষ ছয়মাস বয়স্কা, শৃঙ্গারসেবাপরা, পিতা পয়োনিধি, মাতা কুটারিকা,

যাবটে বিবাহিতা, পতিমন্য ইক্ডার গোপ। ইনি গৌরলীলায় শ্রীশিবানন্দ কবিরাজ।

অস্যাঃ ধ্যানং **ভৃঙ্গাভবস্ত্রাং সুমনঃশিলাঙ্গাং**

শৃঙ্গারসেবানিপুণাং সুশীলাম্।

নিকুঞ্জযূনোঃ প্রিয়তাপ্রথিষ্ঠাং

শ্রীরত্নলেখাং মধুরাং নমামি।।

শ্রীশিখাবতী

শ্রীশিখাবতীসখীয়ং কুন্দলতানুজা কর্ণিকাবর্ণা বিচিত্রবসনা ত্রয়োমাসাধিকদ্বাদশবর্ষীয়সী তাম্বূলসেবাপরা ধেনুধন্যাসুশিকাসুতা যাবটস্থিতা গুর্জ্জরপতিমন্যা গৌরলীলায়ান্তু শ্রীবল্লবীকান্ত কবিরাজঃ।

শ্রীশিখাবতী সখী কুন্দলতার ভগ্নি, কর্ণিকাকান্তিমতী, বিচিত্রবসনা, বার বর্ষ তের মাস বয়স্কা, তাম্বূলসেবাপরা, পিতা ধেনুধন্য, মাতা সুশিখা, যাবটে বিবাহিতা, পতিমন্য গুর্জ্জরগোপ। ইনি গৌরলীলায় শ্রীবল্লবীকান্ত কবিরাজ।

অস্যাঃ ধ্যানং- **শিখাবতীং কুন্দলতানুজাঞ্চ**

বিচিত্রবস্ত্রাং বরকর্ণিকাঙ্গাম্।

তাম্বূলসেবাকুশলাং বিনোদাং

নর্ম্মালিবর্য্যাং প্রণমামি নিত্যম্।।

শ্রীকন্দর্পমঞ্জরী

শ্রীকন্দর্পমঞ্জরী সখীয়ং কিঙ্কিরাতপক্ষীবর্ণা চিত্রবসনা নবমাসাধিকদ্বাদশবর্ষীয়সী চরণসেবাপরা পুষ্পাকর করুবিন্দাসুতা যাবটস্থিতা কৃষ্ণপতিমন্যা গৌরলীলায়াং শ্রীগোপীরমণ কবিরাজঃ।

শ্রীকন্দর্পমঞ্জরী সখী কিঙ্কিরাতপক্ষীবর্ণা, চিত্রবসনা, বারবর্ষ

নয় মাস বয়স্কা, চরণসেবাপরা, পিতা পুষ্পাকর গোপ, মাতা করুবিন্দা, ইনি কৃষ্ণহস্তে সমর্পিতা অতএব কৃষ্ণই ইহার পতি। ইনি গৌরলীলায় শ্রীগোপীরমণ কবিরাজ।

অস্যাঃ ধ্যানং **চিত্রাম্বরাঢ্যাং বরকিঙ্কিরাত**

দ্বিজাভকান্তিং বরভূষণাঞ্চ।

যুগাঙ্ঘ্রিসম্বাহনসেবিকাং শ্রী

কন্দর্পপূর্ব্বাং ভজ মঞ্জরীং তাম্।।

শ্রীফুল্লকলিকা

শ্রীফুল্লকলিকাসখীয়ং নীলবর্ণা ইন্দ্রধনুবসনা দ্বাদশ বর্ষীয়সী কুঞ্জসংস্কারসেবাপরা মল্লকমলিনীসুতা যাবটস্থিতা বিদুরপতিমন্যা গৌরলীলায়ান্তু শ্রীগোকুলকবিরাজঃ।

শ্রীফুল্লকলিকা সখী নীলবর্ণা, ইন্দ্রধনুবর্ণাম্বরা, বারবর্ষ বয়স্কা, কুঞ্জসংস্কারসেবাপরা, পিতা মল্লগোপ, মাতা কমলিনী, যাবটে বিবাহিতা, পতিমন্য বিদুর। ইনি গৌরলীলায় শ্রীগোকুল কবিরাজ।

অস্যাঃ ধ্যানং **সুনীলকান্তিং লসদিন্দ্রচাপ**

বরাম্বরাং সৌম্যগুণাং সুশীলাম্।

নিকুঞ্জসংস্কারপরাং বরেণ্যাং

শ্রীফুল্লপূর্ব্বাং কলিকাং স্মরামি।।

অথ প্রিয়সখ্যঃ

মালতীচন্দ্রলতিকাদয়ঃ প্রিয়সখ্যঃ।

তা রাধাকল্পলতায়াঃ মুকুলোপমাস্তৎসারূপ্যসংপ্রাপ্তাঃ মধ্যযৌবনাঃ সুলোভনীয়াঙ্গমাধুরীমেদুরাঃ ক্ষোভনকেশবেষান্বিতাঃ দ্বিসমাগুণবত্যঃ কাশ্চিচ্চাপেক্ষিকাসমাঃ কাশ্চিদাত্যন্তিকসমাশ্চ

তদ্ভাবেচ্ছাময়ীসমর্থারতিরঙ্গিণ্যঃ পঙ্কসখ্যস্বভাবাঃ সমস্তসখী ক্রিয়াপরাঃ নিসৃষ্টার্থাদৈত্যকুশলাঃ সমস্নেহানুরাগাত্মিকাঃ শর্করাবৎ সুসখ্য প্রণয়াশ্রয়াঃ প্রায়োদিতললিতমানমঞ্জুলাঃ অর্দ্ধবিকসিত মঞ্জিষ্ঠরাগাঢ্যাঃ দীপ্তরুঢ়ভাবারুঢ়াঃ পুষ্টদশদশাক্রান্তাঃ পরকীয়াপরোঢ়াঃ কাশ্চিদনুঢ়াশ্চ যুগলকিশোরালম্বনাঃ তয়োর্বিলসিতব্যবহার্য্যদেশকালপাত্রবেশভূষাবংশীধ্বন্যাদ্যুদ্দীপন বিভাববৈভবাঃ মিলনে- পরিহাসাদি তথা বিয়োগে দীর্ঘনিঃশ্বাসাদ্যনুভাবোজ্বলাঃ সম্পন্নোদ্দীপ্তসাত্ত্বিকভাবাঃ হর্ষবিষাদদৈন্যচাপল্যাদিসঞ্চারীভাবাক্রান্তচিত্তাঃ যুগলমিলনানন্দ সম্ভোগবিলাসাস্তথা তদ্বিরহে বিস্থলিতাশয়াঃ যুথেশ্বর্য্যা আগ্রহাতিশয্যেনাত্র নায়িকত্ব ঈষদুৎসুকাঃ নৈমিত্তিকনায়িকা নায়িকাপ্রায়াশ্চান্যথা স্বতন্ত্রকৃষ্ণসঙ্গমাভিলাষবিনির্মুক্তাশয়াঃ যুগলাশ্লিষ্ট কর্ম্মিষ্ঠাস্তথাপি রাধীয়তাভিমানমঙ্গলাঃ।

অনন্তর প্রিয়সখীগণ

মালতী চন্দ্রলতিকাদি প্রিয়সখী সংজ্ঞক। ইহারা শ্রীমতী রাধিকারূপিণী প্রেমকল্পলতিকার মুকুল তুল্যা, রাধার স্বারূপ্যসম্প্রাপ্তা, নবযৌবনশালিনী, সুলোভনীয় অঙ্গমাধুরীমণ্ডিতা, ক্ষোভনীয় কেশবেশভূষান্বিতা, দ্বিসমা গুণবতী, ইহাদের মধ্যে কেহ অত্যন্তিকসমা ও কেহ বা আপেক্ষিকসমাগুণ বিশিষ্টা, তদ্ভাবেচ্ছাময়ী সামর্থা রতিরঙ্গিণী, পঙ্কসখ্যস্বভাবা, সমস্ত সখীক্রিয়াপরা, নিসৃষ্টার্থদূতীভাবকুশলা, সমস্নেহানুরাগাত্মিকা, মধুস্নেহচরিতা, শর্করাবৎসুসখ্যপ্রণয়শ্রিতা, প্রায়োদিত ললিতমানমঞ্জুলা, অর্দ্ধবিকসিতমঞ্জিষ্ঠারাগঢ্যা, দীপ্তরুঢ় ভাবারুঢ়া, পুষ্টদশদশাযুক্তা, পরকীয়পরোঢ়া গোকুলগোপবধুবরা, যুগল কিশোরই ইহাদের আলম্বন। যুগলের বিলসিত ও ব্যবহার্য্য

দেশ কাল পাত্র বংশীনাদাদি উদ্দীপন বিভাব বৈভবা, মিলনে-পরিহাসাদি তথা বিয়োগে দীর্ঘ নিঃশ্বাসাদিত্যারূপ অনুভাবযুক্তা, সম্পন্ন উদ্দীপ্ত সাত্বিকভাব বিশিষ্টা, হর্ষবিষাদদৈন্য নির্ব্বেদাদি সঞ্চারীভাববিলসিতচিত্তা, যুগলকিশোরের মিলনানন্দ সম্ভোগবিলাসা তথা তাঁহাদের বিরহে বিহ্বলিতাশয়া, যূথেশ্বরীর আগ্রহাতিশয্যে নায়িকত্বে ঈষদুৎসুখা, নৈমিত্তিকনায়িকা, নায়িকাপ্রায়া, অন্যথা স্বতন্ত্রকৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গাভিলাষ বিনির্মুক্তাচিত্তা, যুগলকিশোরের আশ্লিষ্টকর্ম্মিষ্ঠা তথাপি আমরা রাধিকারই এইরূপ অভিমান মঙ্গলা।

---০ঃ০ঃ০ঃ---

অথ পরমপ্রেষ্ঠসখ্যঃ

প্রিয়সখীষু যা মুখ্যাস্তাঃ পরমপ্রেষ্ঠসখ্যঃ।

তা রাধাকল্পলতিকায়াঃ পুষ্পোপমাঃ মধুসূদনমাদন সুষমাশালিকাঃ রাধাস্বারূপ্যসম্প্রাপ্তাঃ সুমধ্যযৌবনসমাক্রান্তাঃ অতিলোভনীয়াঙ্গমাধুর্য্যমকরন্দমন্দাকিন্যঃ কৃষ্ণোন্মাদনকেশবেষ হাবভাবশোভাসৌন্দর্য্যসাদ্‌গুণ্যসংলাপসন্দর্ভসদ্রত্নগর্ভাঃ প্রেমসেবা সাদ্‌গুণ্যাদ্যৈশ্চাত্যন্তিকাধিকাপেক্ষিকাধিকা চ গুণগৌরবশালিন্যঃ তদ্ভাবেচ্ছাময়ীসমর্থারতিরঙ্গতরঙ্গিণ্যঃ সুপক্করসালসখ্য স্বভাবোদ্ধুরাঃ সমস্তসখীক্রিয়াপাণ্ডিত্যপারঙ্গতাঃ অমিতার্থদৈত্য নৈপুণ্যনবীনাঃ সমস্নেহানুরাগাত্মিকাঃ মধুস্নেহাঃ সিতাবৎসুসখ্য প্রণয়প্রাগল্ভ্যপরিপূর্ণাঃ পূর্ণোদিতললিতমানমাঙ্গল্যমঞ্জুষাঃ পূর্ণবিকসিতমঞ্জিষ্ঠারাগোজ্জ্বলাঃ উদ্দীপ্তরূঢ়ভাবসমাক্রান্তদেহাঃ সুষ্ঠুদশদশাকুলেন্দ্রিয়াঃ পরকীয়াপরোঢ়োত্তমগোকুলগোপিকাবরাঃ যুগলকিশোরালম্বনাত্মিকাঃ দ্বয়োর্বিলসিত ব্যবহার্য্যদেশকাল পাত্রবেশভূষাবংশী নাদাদ্যুদ্দীপনবিভাববৈভবাঃ মিলনে-

পরিহাসাদি, নায়িকত্বে নীবিস্খলনাদি বিয়োগে চ দীর্ঘনিঃশ্বাসাদ্যনুভাব পরমাঃ সম্পূর্ণোদ্দীপ্তসাত্বিকভাবসঙ্কুলাঃ হর্ষবিষাদদৈন্যনির্ব্বেদাদি সঞ্চারীভাবসঞ্চালিতেন্দ্রিয়চিত্তাঃ যুগলমিলনানন্দসম্ভোগরসিকাস্তথা নায়িকত্বে চ কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গমামৃত পানপরাস্তদ্বিরহে বিগলিতাশয়াঃ যূথেশ্বর্য্যা আগ্রহেণাপি নায়িকাত্বে ঈষদুৎসুকোত্তমাশ্চান্যথা স্বতন্ত্রকৃষ্ণাঙ্গসঙ্গমাভিলাষ নির্মুক্তাশয়াঃ তাঃপীঠমর্দ্দনায়িকাঃ যূথেশ্বরীপ্রায়াঃ যুগলাশ্লিষ্টকর্ম্মিষ্ঠাস্তথাপি রাধীয়তাভিমান মাধুর্য্যমঞ্জুষাঃ।

অনন্তর পরমপ্রেষ্ঠসখী

প্রিয়সখীদের মধ্যে যাঁহারা মুখ্যা তাঁহারাই পরমপ্রেষ্ঠসখী নামে প্রসিদ্ধা। তাঁহারা রাধিকারূপা প্রেমকল্পলতিকার বিকশিত পুষ্পতুল্যা, মধুসূদনের মাদনকারি অঙ্গসুষমাশালিনী, রাধার স্বারূপ্যসংপ্রাপ্তা, সুমধ্যযৌবনসম্পন্না, অতিলোভনীয় অঙ্গমাধুর্য্যের মন্দাকিনী স্বরূপা, কৃষ্ণের উন্মাদনকারী কেশ বেষ হাব ভাব শোভা সৌন্দর্য্য সাদ্‌গুণ্য সংলাপ সন্দর্ভ রূপ সদ্রত্নের সম্পুট স্বরূপা, প্রেমসেবা সাদ্‌গুণ্যাদি দ্বারা আত্যন্তিকাধিকা ও অপেক্ষিকাধিকা গুণগৌরবে মহাশালিনী, তদ্ভাবেচ্ছাময়ী সামর্থারতিরিঙ্গতরঙ্গিণী, সুপক্করসালসখ্যস্বভাবে বিধুরা, সমস্ত সখীক্রিয়াপাণ্ডিত্যে পারঙ্গতা, অমিতার্থদূতভাবে নিপুণা, যুগলের প্রতি সমস্নেহা ও সম অনুরাগাত্মিকা, মধুস্নেহাধিকা, সিতাবৎ সুসখ্যপ্রণয়প্রাগল্ভ্যপরিপূর্ণা, পূর্ণোদিত ললিত মানমাঙ্গল্যের মঞ্জুষা স্বরূপা, পূর্ণবিকসিত মঞ্জিষ্ঠারাগভরে উজ্জ্বলা, উদ্দীপ্তরূঢ়ভাবে আক্রান্তদেহা, সুষ্ঠুদশদশায় আকুল ইন্দ্রিয়বর্গা, পরকীয়াপরোঢ়োত্তমা, গোকুলগোপিকা, যুগলকিশোর আলম্বনা, তাঁহাদের বিলসিত ও ব্যবহার্য্য দেশ কাল পাত্র বেশ ভূষা

বংশীনাদাদি উদ্দীপনবিভব শালিনী, মিলনে পরিহাসাদি, নায়িকত্বে নীবিস্খলনাদি, তথা বিয়োগে দীর্ঘনিঃশ্বাসাদি অনুভাবে পরমা, সম্পূর্ণ উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব সঙ্কুলা, হর্ষবিষাদদৈন্য নির্ব্বেদাদি সঞ্চারিভাবে সঞ্চালিত ইন্দ্রিয়নিচয়া, যুগলমিলনা নন্দসম্ভোগরসিকা তথা নায়িকত্বে কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গামৃতপানপরা, তাঁহাদের বিরহে বিগলিতচিত্তা, যূথেশ্বরীর আগ্রহে নায়িকত্বে ঈষদুৎসুকোত্তমা, অন্যথা স্বতন্ত্রভাবে কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গের অভিলাষ পর্য্যন্ত বিনির্মুক্তচিত্তা, তাঁহারা পীঠমর্দ্দনায়িকা, যূথেশ্বরীপ্রায়া, যুগলাশ্লিষ্ঠ কর্ম্মিপ্রবরা তথাপি আমরা রাধিকারই এইরূপ অভিমান মাধুর্য্যের মঞ্জুষা স্বরূপা।

অথ পরমপ্রেষ্ঠসখীনাং পরিচিতরুচ্যতে।

অনন্তর পরমপ্রেষ্ঠসখীদের পরিচয় কথিত হইতেছে।

পরমপ্রেষ্ঠসখ্যো ললিতা বিশাখা চিত্রা চম্পকলতা ইন্দুরেখা তুঙ্গবিদ্যা সুদেবী রঙ্গদেবী চ। পরমপ্রেষ্ঠসখীগণ ললিতা বিশাখা সুচিত্রা চম্পকলতা ইন্দুলেখা রঙ্গদেবী তুঙ্গবিদ্যা সুদেবী।

শ্রীললিতাদেবী

শ্রীললিতাসখীয়মাত্যান্তাধিকাগুণৈর্গরীয়সী বিশোক শারদাত্মজা ভৈরবপতিমন্যা গোরোচনাবর্ণা শিখিপুচ্ছনিভাম্বরা তাম্বূলসেবাপরা খণ্ডিতাভাবমণ্ডিতা বামাপ্রখরাপ্রবরা মদনসুখদ কুঞ্জস্যোত্তরদলস্থ ললিতাসুখদেতি নাম্না প্রসিদ্ধ বিদ্যুদ্বর্ণকুঞ্জ বিলাসিনী। রাধায়াঃ সিন্ধুপক্ষদিনৈর্জ্যেষ্ঠা যাবটে বিবাহিতা উচ্চাখ্যগ্রামস্থিতা গৌররসে শ্রীস্বরূপ দামোদরতাং গতা।

এই শ্রীললিতাসখী আত্যন্তাধিকাগুণগরীয়সী। তাঁহার পিতা- বিশোক, মাতা- শারদা, পতি -ভৈরব, বর্ণ-গোরোচনা, বসন- শিখিপুচ্ছবর্ণা, সেবা-তাম্বূলার্পণ, নায়িকাভাব- খণ্ডিতা, বামাপ্রখরা

স্বভাবা, অনঙ্গসুখদকুঞ্জের উত্তরে স্থিত ললিতাসুখদ নামে প্রসিদ্ধ বিদ্যুদ্বর্ণকুঞ্জবিলাসিনী, রাধার সাতাইশ দিনের জ্যেষ্ঠা, যাবটে বিবাহিতা, পতিমন্য ভৈরব, গ্রাম- উঁচাগাঁ। ইনি গৌরলীলায় শ্রীস্বরূপ দামোদরগোস্বামিপাদ।

তদ্ধ্যানং- **গোরোচনাদ্যুতিবিড়ম্বিতনুং সুবেণীং**
মায়ূরপিঞ্ছবসনাং শুভভূষণাঢ্যাম্।
তাম্বূলসেবনরতাং ব্রজরাজসূনোঃ
শ্রীরাধিকাপ্রিয়সখীং ললিতাং স্মরামি।।

শ্রীবিশাখা

শ্রীবিশাখাসখীয়ং পাবনদক্ষিণাত্মজা বাহিকপরিণীতা বিদ্যুদ্বর্ণাভা তারাবলীদুকূলা কর্পূরাদিসেবাপরা স্বাধীনকান্তাভাবা ন্বিতা চাধিকমধ্যাস্বভাবা মদনসুখদকুঞ্জস্যৈশানকোণস্থমেঘবর্ণকুঞ্জ বিলাসিনী দ্বিমাস পঞ্চদশাদিনাধিক চতুর্দ্দশ বর্ষীয়সী যাবটে পরিণীতা বাহিক পতিমন্যা কামায়াখ্য গ্রামস্থিতা গৌরলীলায়ান্তু সা রামানন্দতয়োদিতা।

শ্রীবিশাখাসখী আপেক্ষিকাধিকাগুণে গরীয়সী। তাঁহার পিতা পাবনগোপ, মাতা- দক্ষিণা, পতিমন্য- বাহিক, বসন-তারাবলী বর্ণ, কর্পূরসেবা, স্বাধীনভর্ত্তৃকা নায়িকাবস্থাপ্রাপ্তা, অধিকমধ্যা স্বভাবা, ইনি রাধাকুণ্ডস্থ অনঙ্গসুখদকুঞ্জের ঈশানকোণস্থিত মেঘবর্ণকুঞ্জ বিলাসিনী, চৌদ্দবর্ষ দুইমাস চৌদ্দদিনবয়স্কা, যাবটে বিবাহিতা, পতিমন্য বাহিক গোপ, কামাই গ্রামস্থিতা। ইনি গৌরলীলায় শ্রীরামানন্দ রায়রূপে আবির্ভূত।

অস্যাঃ ধ্যানং-**সচ্চম্পাবলিবিড়ম্বিতনুং সুশীলাং**
তারাম্বরাং বিবিধভূষণশোভমানাম্।

শ্রীনন্দনন্দনপুরো বসনাদিভূষা

দানে রতাং সুকুতুকাঞ্চ ভজে বিশাখাম্।

শ্রীসুচিত্রাদেবী

শ্রীসুচিত্রাদেবীয়ং চতুরচার্ব্বিকাত্মজা পিঠরপরিণীতা কাশ্মীর বর্ণাঙ্গী কাচপ্রভাবসনা দিবাবিসারিকাভাবাশ্রয়া লবঙ্গমালাসেবাপরা চাধিমৃদ্বীস্বভাবা রাধাকুণ্ডস্য পূর্ব্বদলস্থকিঞ্জঙ্কবর্ণকুঞ্জবিলাসা দ্বিমাসষোড়শ দিনাধিক চতুর্দ্দশবর্ষীয়সী চিক্কৌলীগ্রামস্থিতা গৌরলীলায়ঞ্চ শ্রীগোবিন্দানন্দতয়া স্মৃতা চ।

শ্রীসুচিত্রাদেবীর পিতা চতুর, মাতা চার্ব্বিকা, পতিমন্য পিঠর, ইনি কাশ্মীরবর্ণা, কাচপ্রভাবসনা, দিবাভিসারিকা নায়িকা ভাবপরা, লবঙ্গমালা সেবাপরা, অধিকমৃদ্বীস্বভাব বিশিষ্টা, রাধাকুণ্ডের পূর্ব্বদলস্থিত কিঞ্জঙ্কবর্ণ কুঞ্জবিলাসিনী, চৌদ্দবর্ষ দুইমাস চৌদ্দদিন বয়স্কা, যাবটে বিবাহিতা, চিক্কৌলীগ্রামস্থিতা। ইনি গৌরলীলায় শ্রীগোবিন্দানন্দ প্রভু।

অস্যাঃ ধ্যানং **কাশ্মীরবর্ণাং সহিতাং বিচিত্র**

গুণৈঃ স্মিতাশোভিমুখীঞ্চ চিত্রাম্।

কাচাম্বরাং কৃষ্ণপুরো লবঙ্গ

মালাপ্রদানে নিতরাং স্মরামি।।

শ্রীইন্দুলেখা

শ্রীইন্দুলেখেয়ং সাগরবেলাত্মজা যাবটে পরিণীতা দুর্ব্বলপতিমন্যা হরিতাল কান্তিমতী দাড়িম্বপুষ্পবসনা বস্ত্রসেবাপরা বামপ্রখরস্বভাবা প্রোষিতভর্ত্তৃকাভাবান্বিতা রাধাকুণ্ডস্যাগ্নেয়দলস্থ স্বর্ণবর্ণকুঞ্জবিলাসিনী দ্বিমাস একোনবিংশত্যধিক চতুর্দ্দশবর্ষীয়সী অঞ্জনবন নিবাসিনী। গৌরলীলায়াং বসুরামানন্দতাং গতা।

শ্রীইন্দুলেখা সখীর পিতা সাগর, মাতা বেলারাণী, যাবটে বিবাহিতা, পতি দুর্ব্বলগোপ। ইনি হরিতালবর্ণা, দাড়িম্ব

পুষ্পবর্ণবসনা, বস্ত্রসেবাপরা, বামপ্রখরস্বভাবা, প্রোষিতভর্ত্তৃকা নায়িকাবস্থাযুক্তা, রাধাকুণ্ডের অগ্নিকোণে স্বর্ণবর্ণকুঞ্জ বিলাসিনী, চৌদ্দবর্ষ দুইমাস উনিশ দিন বয়স্কা, অঞ্জনবন নিবাসিনী, ইনি গৌরলীলায় বসুরামানন্দরূপে প্রসিদ্ধা।

অস্যাঃধ্যানং- **হরিতালসমানদেহকান্তিং**

বিকসদ্দাড়িমপুষ্পশোভিবস্ত্রাম্।

অমৃতং দদতীং মুকুন্দবক্ত্রে

ভজ আলীমহমিন্দুলেখিকাখ্যাম্।।

শ্রীচম্পকলতা

শ্রীচম্পকলতিকা সখীয়ং আরামাবাটিকাত্মজা যাবটে পরিণীতা চণ্ডাক্ষপতিমন্যা চম্পকবর্ণা চাসপক্ষীবর্ণবসনা রত্নমালাদান তথাচ চামরসেবাপরায়ণা বাসকসজ্জাভাবান্বিতা বামমধ্যাস্বভাবা রাধাকুণ্ডস্য দক্ষিণদলস্থ তপ্তস্বর্ণকুঞ্জ বিলাসিনী দ্বিমাসদ্বাদশদিনাধিক চতুর্দ্দশবর্ষীয়সী ডাভরো গ্রামনিবাসিনী। গৌররসে চ শিবানন্দতাং গতা।

এই শ্রীচম্পকলতা সখীর পিতা আরাম, মাতা বাটিকা, ইনি যাবটে বিবাহিতা, পতিমন্য চণ্ডাক্ষ। ইনি চম্পকবর্ণা, চাসপক্ষীবর্ণ বসনা, রত্নমালা দান তথা চামরসেবাপরায়ণা, বাসকসজ্জা নায়িকাবস্থাপ্রাপ্তা, স্বভাবে বামামধ্যা, রাধাকুণ্ডের দক্ষিণকোণস্থিত তপ্তস্বর্ণ কুঞ্জবিলাসিনী, চৌদ্দবর্ষ দুইমাস বারদিন বয়স্কা, ডাভরো গ্রাম নিবাসিনী। ইনি গৌরলীলায় শিবানন্দরূপে খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অস্যাঃ ধ্যানং-**চম্পকাবলিসমানকান্তিকাং**

চাতকাভবসনাং সুভূষণাম্।

রত্নমাল্যযুতচামরোদ্যতাং

চারুচম্পকলতাং সদা ভজে।।

শ্রীরঙ্গদেবী

শ্রীরঙ্গদেবী সখীয়ং রঙ্গসারকরুণাত্মজা যাবটবিবাহিতা বক্রেক্ষণপতিমন্যা পদ্মকিঞ্জঙ্কবর্ণা জবাপুষ্পবসনা অলক্তক সেবাপরা উৎকণ্ঠিতানায়িকাভাবান্বিতা বামমধ্যস্বভাবা রাধাকুণ্ডস্য নৈঋতদলস্থশ্যামবর্ণকুঞ্জবিলাসিনী দ্বিমাস বিংশতি দিনাধিক চতুর্দ্দশবর্ষীয়সী রাখলীগ্রাম নিবাসিনী। গৌররসে চ শ্রীগোবিন্দানন্দঘোষতাং গতা।

শ্রীরঙ্গদেবীর পিতা রঙ্গসার মাতা করুণা, ইনি যাবটে বিবাহিতা, পতিমন্য বক্রেক্ষণ, পদ্মকিঞ্জঙ্ককান্তিমতী, জবাপুষ্পবসনা, আলতাসেবাপরায়ণা, উৎকণ্ঠিতা নায়িকাবস্থাপ্রাপ্তা, বামমধ্যস্বভাবা, রাধাকুণ্ডের নৈঋতকোণস্থিত শ্যামবর্ণ নিজ নামে প্রসিদ্ধ রঙ্গসুখদকুঞ্জবিলাসিনী, চৌদ্দবর্ষ দুইমাস বিশদিন বয়স্কা, রাখলীগ্রামনিবাসিনী। ইনি গৌরলীলায় শ্রীগোবিন্দানন্দ ঘোষ নামে প্রসিদ্ধ।

অস্যাঃ ধ্যানং- **রাজীবকিঞ্জঙ্কসমানবর্ণাং**

জবাপ্রসূনোপমবাসসাঢ্যাম্।

শ্রীখণ্ডসেবাসহিতাং ব্রজেন্দ্র

সূনোর্ভজে রাগসরঙ্গদেবীম্।।

শ্রীতুঙ্গবিদ্যা

শ্রীতুঙ্গবিদ্যাসখীয়ং পুস্করমেধাত্মজা বালিশপতিমন্যা চন্দ্র কুঙ্কুমকান্তিমতী পাণ্ডুরবর্ণবসনা গীতবাদ্যসেবা পরায়ণা দক্ষিণপ্রখরস্বভাবা বিপ্রলব্ধভাবাবস্থা রাধাকুণ্ডস্যপ্রতীচিদলস্থ অরুণবর্ণবিশিষ্টস্বনাম্নাপ্রসিদ্ধ তুঙ্গবিদ্যানন্দদকুঞ্জবিলাসিনী দ্বিমাসত্রয়ো দশদিনাধিক চতুর্দ্দশবর্ষীয়সী ভজেরা গ্রামনিবাসিনী। গৌররসে চ শ্রীপ্রবোধানন্দতাং গতা।

এই শ্রীতুঙ্গবিদ্যাসখীর পিতা পুস্কর, মাতা মেধা, পতিমন্য বালিশ। ইনি চন্দ্রকুঙ্কুমকান্তিমতী, পাণ্ডুরবর্ণবসনা, গীতবাদ্য

সেবাপরা,দক্ষিণপ্রখরস্বভাব বিশিষ্টা, বিপ্রলব্ধা নায়িকাবস্থা প্রাপ্তা, রাধাকুণ্ডের পশ্চিমদলস্থিত অরুণবর্ণ নিজ নামে পরিচিত তুঙ্গবিদ্যানন্দদকুঞ্জ বিলাসিনী, চৌদ্দবর্ষ দুইমাস তের দিন বয়স্কা, ভজেরা গ্রামনিবাসিনী। ইনি গৌরলীলায় শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীরূপে মতান্তরে শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত রূপে প্রসিদ্ধ।

অস্যাঃ ধ্যানং- **শ্রীকুঙ্কুমাভাং ললিতাং সুদেহাং**

শোণাম্বরাং রত্নবিভূষণাঢ্যাম্।

সঙ্গীতসেবানিপুণাং মুরারে

র্ভজে সুনাট্যেশ্বরিতুঙ্গবিদ্যাম্।

শ্রীসুদেবী

শ্রীসুদেবীসখীয়ং রঙ্গসারকরুণাত্মজা রক্তেক্ষণপতিমন্যা সুবর্ণকান্তিমতী প্রবালবর্ণবসনা জলসেবাপরায়ণা বামপ্রখরস্বভাবা কলহান্তরিতা নায়িকাবস্থাবিলাসা রাধাকুণ্ডস্য বায়ব্যদলস্থ সুদেবীসুখদেতি হরিদ্বর্ণকুঞ্জবিলাসা দ্বিমাসাষ্টাবিংশতি দিনাধিকচতুর্দ্দশবর্ষীয়সী সুনেরাগ্রাম নিবাসিনী। গৌররসে চ শ্রীবাসুদেবঘোষতাং গতা।

এই শ্রীসুদেবীসখীর পিতা রঙ্গসার, মাতা করুণা, যাবটে বিবাহিতা, পতি রক্তেক্ষণ, ইনি সুবর্ণকান্তিমতী, প্রবালবর্ণবসনা, জলসেবাপরায়ণা, বামপ্রখরস্বভাবা, কলহান্তরিতা নায়িকাবস্থা বিশিষ্টা, রাধাকুণ্ডের বায়ুকোণস্থিত হরিদ্বর্ণসুদেবীসুখদ কুঞ্জবিলাসিনী, চৌদ্দবর্ষ দুইমাস আঠাশদিন বয়স্কা, সুনেরা গ্রামনিবাসিনী। ইনি গৌরলীলায় বাসুদেবঘোষ রূপে খ্যাত।

অস্যাঃ ধ্যানং-**অম্ভোজকেশরসমানরুচিং সুশীলাং**

রক্তাম্বরাং রুচিরহাসবিরাজিবক্ত্রাম্।

শ্রীনন্দনন্দনপুরো জলসেবনাঢ্যাং

সদ্ভূষণাবলিযুতাঞ্চ ভজে সুদেবীম্।।

সখীভাবসাধনরহস্যম্

সৎসঙ্গজ্ঞাতসম্বন্ধশ্রবণকীর্ত্তনাদিভিঃ।

নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রকট্যং হৃদি সাধ্যতা।।

সৎসঙ্গ হইতে সম্বন্ধবিজ্ঞান লাভ করিয়া নির্ব্যলীক শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজনের দ্বারা স্বহৃদয়ে নিত্যসিদ্ধভাবের উদয় করণই সাধ্যতা। এবিষয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন,

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।

শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়।। চৈঃ চঃ

পূর্ব্বোক্ত পদ্য হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কৃষ্ণপ্রেম নিত্যসিদ্ধ, তাহা কৃচ্ছসাধনাদির দ্বারা সিদ্ধ করিবার বিষয় নহে। কেবলমাত্র শ্রবণকীর্ত্তনাদির দ্বারা শুদ্ধচিত্তে উদয় করাই কর্ত্তব্য। আরও জ্ঞাতব্য সখীভাব কোন কৃচ্ছসাধ্য নহে।

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।

রাত্রিদিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার।।

সিদ্ধদেহে চিন্তি করে তাঁহাঞি সেবন।

সখীভাবে পায় রাধা কৃষ্ণের চরণ।। চৈঃ চঃ

ইত্যাদি বাক্যে সখীভাবে রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবা প্রাপ্তির উপদেশ বিদ্যমান। রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবায় দাস সখা পিতা মাতাদির অধিকার নাই। যথা চৈতন্যচরিতে-

রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।

দাস্যবাৎসল্যাদি ভাবে না হয় গোচর।।

সবে এক সখীগণের ইঁহা অধিকার।

ইত্যাদি পদ্য হইতে সিদ্ধান্ত হয় যে, সখীভাবেই মাত্র রাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবা লভ্য। অতএব মধুররসে আকৃষ্টচিত্তদের পক্ষে সখীভাবই সাধনার বিষয়।

ভাবজন্মরহস্য-

ভাবো হি ভবকারণং তস্মাদ্ভাবাশ্রয়ো বিধিঃ।

ভাবেঽত্র সম্প্রবৃত্তেস্তু কারণং লোভ এব হি।

ভাবই জন্মের কারণ অতএব ভাবাশ্রয়ই কর্ত্তব্য বিধি।

ভাবে সম্যক্ প্রবৃত্তির কারণ একমাত্র লোভ।এখানে প্রাকৃত লোভাদি কিন্তু নিরস্ত। কারণ সখীভাব প্রাকৃত নহে।

বিবেক-

কনককামিনীচিন্তাযুক্তো ভোগী প্রচক্ষতে।

কনককামিনীচিন্তামুক্তো যোগী নিগদ্যতে।।

কনক কামিনী প্রভৃতির চিন্তাযুক্ত ভোগীতে গণ্য আর কনক কামিনী ধনাদির চিন্তা মুক্তই যোগী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। সেখানে ভোগীদের সদ্ধর্ম্ম সিদ্ধ হয় না। পরন্তু যোগীদেরই তদ্ধর্ম্ম সিদ্ধ হয়। যোগী বলিতে ভক্তযোগীই জ্ঞাতব্য।

সখীভাবস্য ভূমিকা

সর্ব্বেষু চৈব কার্য্যেষু কারণং দৃশ্যতে ভুবি।

কারণমাধারং বিনা কার্য্যোৎপত্তির্ন ঘট্যতে।।

তথা সখীরতেশ্চাপি আসক্তিরাশ্রয়ো ভবেৎ।

তস্মাৎসখীরতীপ্সূনামাসক্তিরেব সাধ্যতা।।

এই জগতে সকল কার্য্যেরই কিছু না কিছু কারণ অবশ্য দৃষ্ট হয়। কারণ ও আধার বিনা কোন কার্য্যের উৎপত্তি ও স্থিতি ঘটিতে পারে না। তদ্রূপ সখী রতির আশ্রয় হইল আসক্তি। আসক্তিদশা বিনা রতির অভ্যুদয় কিরূপে হইতে পারে? অর্থাৎ পারে না। তজ্জন্য সখীভাবলিপ্সুদের পক্ষে আসক্তিদশাই সাধ্য। তাৎপর্য্য-আসক্তি ভূমিকাতেই রতির অভ্যুদয় ঘটিয়া থাকে। শৈশবে বা বাল্যবস্থায় বালিকার নারীধর্ম্ম বোধ থাকে না।

পরন্তু শৈশব বা বাল্য নির্গত হইলে পৌগণ্ডকালে লজ্জাদি জাত হয় তথা কৈশোরে রতিধর্ম্মের বিকাশ হয়। অতঃপর কৈশোরে রাগধর্ম্মে পতি সঙ্গে প্রেমবিলাস প্রপঞ্চিত হয়। তদ্রূপ সাধকের অবিদ্যাবাল্য নির্গত হইলে নিষ্ঠারুচিরূপ পৌগণ্ডে কিছু রাগতত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। তৎপর আসক্তি ও রতি দশারূপ কৈশোরদশায় রতিধর্ম্মের বিকাশ হইতে থাকে। মধ্যকৈশোরে তাহা পুষ্ট হয়। তৎপর শেষকৈশোরে বা নবযৌবনে তাহা সুষ্ঠুদশা প্রাপ্ত হয়। তৎপরই মানসে ইষ্টসঙ্গে প্রেমবিলাস পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়। অতএব অনর্থ ও অবিদ্যাবৃতদশা বাল্যতুল্য, নিষ্ঠারুচিদশা পৌগণ্ডতুল্য, আসক্তি ও রতি বা ভাবদশাই কৈশোরতুল্য আর প্রেমদশাইপূর্ণকৈশোরদশাতুল্য স্বরূপ।

অধিকারীনির্ণয়ঃ

বুভুক্ষু মুমুক্ষুশ্চৈব যোগ্যযোগ্যস্তদাপ্তয়ে।
তদ্ভাববর্জ্জিতত্বাত্তে হ্যযোগ্যা সখিতার্জ্জনে।।

ভোগপ্রবণ দেহারামী কর্ম্মী তথা মোক্ষপিপাসু জ্ঞানী, সিদ্ধিলিপ্সু যোগীদের সখীভাব সাধনে অধিকার নাই। তদ্ভাব বর্জ্জিত বলিয়া তাঁহারা সখীভাব অর্জ্জনে নিতান্ত অযোগ্য। বুদ্ধিমানগণের অনুভবযোগ্য বিষয় এই যে, প্রাথমিকী শিক্ষায় অশিক্ষিতের যেরূপ কখনই উচ্চশিক্ষা, মহাশিক্ষা বা বিশ্বশিক্ষায় অধিকার হয় না তদ্রূপ অনিবৃত্তানর্থ অনিষ্ঠিত তথা অরুচিমানদেরও কখনই সখীভাব সাধনে রাগমার্গে অধিকার হয় না। তবে কে তাহাতে অধিকারী? তদুত্তরে-

রাগাত্মিকৈকনিষ্ঠা যে ব্রজবাসীজনাদয়ঃ।
তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুব্ধো ভবেদত্রাধিকারবান্।।

যাঁহারা কেবল রাগাত্মিকাভক্তিনিষ্ঠ ব্রজবাসীজনের ভাব প্রাপ্তির জন্য লালায়িত, তাঁহারাই রাগানুগাভক্তিতে অধিকারী।।

তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিকারণম্।।

ভাবপ্রাপ্তির জন্য মাত্র সেই সেই স্বাভীষ্ট ব্রজবাসী বাৎসল্যরসে নন্দযশোদাদি, সখ্যরসে সুবলাদি, তথা মধুর রসে রাধাললিতাদির ভাবমাধুর্য্য শ্রবণের অপেক্ষা আছে। সেখানে শাস্ত্র যুক্তি লোভ উৎপত্তির কারণ নহে।

লোভস্তু স্বতঃ সিদ্ধো ন তূপদেশযুক্ত্যাদিসাপেক্ষঃ। স্বতঃ সিদ্ধোঽপি চঞ্চলত্বাদ্ব্যভিচারীত্বাচ্চ যথার্থ্যবর্জ্জিতঃ।

লোভ কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ। তাহা তদনুকূল যুক্তি ও উপদেশাদি সিদ্ধ নহে। অপিচ স্বতঃসিদ্ধ হইলেও চলমান ও ব্যভিচারী হেতু তাহা যথার্থ ভাব বর্জ্জিত। অতএব অচঞ্চল অর্থাৎ স্থায়ী হওয়া উচিত। বিবেক- অনর্থগ্রস্তদের ভাব স্বতঃসিদ্ধ হইলেও তাহা চঞ্চল ও ব্যভিচারী বলিয়া অস্বীকৃত।

ইষ্টে সারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা।।

ইষ্টদেবে সারসিক অর্থাৎস্বাভাবিক পরমাবিষ্টতাই রাগ লক্ষণ। রাগময়ী যে ভক্তি তাহাই রাগাত্মিকা ভক্তি রূপে কথিত হয়।

ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা রাগের স্বরূপলক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা তটস্থ লক্ষণ কথন।।
রাগময়ীভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্।।
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি।।

তাৎপর্য্য--রতির উদয় পর্য্যন্তই বৈধীভক্তি কার্য্যকরী। সেখানে অনুকূল শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা আছে। যথা-

বৈধভক্ত্যাধিকারী তু ভাবাবির্ভাবনাবধিঃ।

তত্র শাস্ত্রং তথা তর্কমনুকূলমপেক্ষতে।।

রাগ বা রতি উদিত হইলে তাহাতে আর শাস্ত্রযুক্তির কোনই অপেক্ষা থাকে না। কারণ সেখানে রতিই স্বয়ং গুরুকার্য্য করে। প্রসঙ্গতঃ আলোচ্য, রাগভজনে গুরুশিষ্যের মধ্যে যে আদান প্রদান বিধির বাধ্যতা দেখা যায় তাহা কিন্তু নূন্যাধিক কৃত্রিমতা বিদ্ধ। তাহা সহজসিদ্ধ ব্যাপার নহে। পূর্ব্বোক্ত শ্লোক হইতে তাহা প্রমাণিত হয়। কারণ রাগধর্ম্মে শাস্ত্রযুক্তি ও গুরু উপদেশের অপেক্ষা নাই। যদি থাকে তাহা হইলে তাহা রাগধর্ম্মরূপে স্বীকৃত হইতে পারে না। রাগ স্বয়ংগুরু। সেখানে অন্য গুরুর অপেক্ষা নাই, থাকিতেও পারে না। শাস্ত্রাদির গুরুত্ব কেবল মাত্র রাগোদয় পর্য্যন্ত। তারপর তাঁহাদের গুরুত্ব রাগধর্ম্মে কার্য্যকরী নহে।

সঙ্গলুব্ধঃ প্রিয়ো যথা রাগ ধর্ম্মেণ প্রিয়য়া সহ মনসি রমতে তথৈব সখীভাবলুব্ধো মনসা স্বেষ্টসেবামাতনোতি।

যেরূপ প্রিয়াসঙ্গ লুব্ধ প্রিয় রাগ ধর্ম্মে মনে মনে প্রিয়ার সহিত বিলাস করে তদ্রূপ সখীভাব লুব্ধ সাধকও মনে মনে নিজাভীষ্ট রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবাদি বিস্তার করেন।

রাগলুব্ধের প্রার্থনা এইরূপ-

যুবতীনাং যথা যূনি যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা।

মনোঽভিরমতে তদ্বৎ মনো মে রমতাং ত্বয়ি।।

হে লীলাপুরুষোত্তম! যুবতীদের মন যেরূপ যুবকে এবং যুবকদের মন যথা যুবতীতে রমণ করে তদ্রূপ আমার মন তোমাতে রমণ করুক। এখানে যেরূপ যুবক যুবতীর পরস্পরের চিন্তাদি স্বতঃস্ফূর্ত্ত তদ্রূপ রাগপ্রাপ্তের ইষ্টচিন্তাদিও স্বতঃস্ফূর্ত্ত।

লক্ষিতব্য বিষয় এই যে, প্রিয় যুবক বা প্রিয়া যুবতী কিন্তু অন্য কাহারও উপদেশাদির অপেক্ষা রাখে না বা শাস্ত্রবিধি অথবা ধর্ম্মভয়াদি কিছুই করে না। রাগই তাঁহাদের মিলনাদি ব্যাপারে ঘটকতা করে। তদ্রূপ সখীভাব লুব্ধও শাস্ত্রাদির অপেক্ষাদি না করিয়াই রাগধর্ম্মে অন্তশ্চিন্তিত দেহে আরাধ্যের কুঞ্জসেবাদি করেন। অনুরক্ত প্রিয় প্রিয়ার পরস্পররে চিন্তা ও সেবা সঙ্গাদি যেরূপ স্বাভাবিক উপদেশসিদ্ধ নহে তদ্রূপ রাগপ্রাপ্ত সাধকের মানসে ইষ্টদেবের রূপগুণাদির চিন্তা তাঁহাদের সঙ্গ ও সেবাদিও স্বাভাবিকী ও সার্ব্বকালিকী অর্থাৎ তৈলধারাবৎ নিরন্তরা। কোন কারণেও তাঁহাদের চিন্তাদির বিরতি হয় না এমনকি স্বপ্নেও তাঁহাদের বিহারাদির চিন্তাপ্রবাহ চলিতে থাকে। রাগ লক্ষণ বর্ণনে ভগবান্ কপিলদেব বলেন-

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশ্রয়ে।

মনোগতিরবিচ্ছিন্না গঙ্গাম্ভোসো যথাম্বুধৌ।।

ভগবান্ বলেন, আমার গুণ শ্রবণমাত্রেই আমার প্রতি সমুদ্রাভিগামিনী গঙ্গাধারার ন্যায় যে অবিচ্ছিন্না মতি তাহাই নির্গুণাভক্তি বা রাগভক্তির উদাহরণ। এদৃষ্টান্তে কেবল শ্রবণেরই অপেক্ষা পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহাতে যুক্তিতর্কের অবসর নাই। যথা চৈতন্যচরিতে-

সেই গোপীভাবামৃতে যাঁর লোভ হয়।

বেদধর্ম্ম ত্যজি সে কৃষ্ণকে ভজয়।।

রাগানুগমার্গে তাঁরে ভজে যেই জন।

সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।।

মন্তব্য-- অনুদিতরাগসাধকের পক্ষে পূর্ব্ববিধি রূপ বেদধর্ম্মাদি প্রতিপাল্য সত্য পরন্তু সমুদিতরাগসাধকের পক্ষে তাহা কার্য্যকরী নহে। কারণ আরাধ্যসেবায় রাগই পরমবিধি স্বরূপ। সুতরাং পরবিধি রূপ বেদধর্ম্মাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক

রাগধর্ম্মই পালনীয়। রাগ বেদাতীত সাধ্যতত্ত্ব। কারণ বেদবিধি যখন আরাধ্যকৃষ্ণের প্রেমরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, তখন কৃষ্ণানুরাগীদের পক্ষে বেদবিধির অপেক্ষাই থাকিতে পারে না। বিধিমার্গে নাহি মিলে ব্রজেন্দ্রনন্দন। বেদের শিরোভাগ উপনিষৎ। উপনিষৎ শ্রুতি নামে প্রসিদ্ধ। সেই শ্রুতিগণও কৃষ্ণের প্রেমবিলাসে মুগ্ধ হইয়া রাগ তত্ত্বে তাঁহাকে ভজন করেন। তাহাতে দৃষ্টান্ত উপনিষৎ শ্রুতিগণ। রাগমার্গে ভজি পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন।। অতএব রাগতত্ত্ব বেদেরও আকাঙ্ক্ষিত সাধ্যবিষয়। ইত্যাদি চৈতন্যবাক্যে রাগেরই প্রাধান্য ও গুরুত্ব বিদ্যমান। এখানের অন্য গুর্ব্বাদির উপদেশের অপেক্ষা নাই। অতএব রাগভজন উপদেশসিদ্ধ নহে। ইহা স্বতঃসিদ্ধ।। জগতের প্রেমিকপ্রেমিকাদের মধ্যেও দেখা যায় যে, তাঁহাদের মিলানাদি বিষয়ে জন্মদাতা পিতামাতাদি কাহারও যুক্তি ও নিজ মনে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে তর্কাদির অবসর থাকে না।

কারণ যেখানে বিচারের অপেক্ষা সেখানে রাগে সমীক্ষা নাই। যেখানে শাস্ত্রযুক্তির প্রাধান্য সেখানে প্রেমযুক্তির ঔদাসীন্য বিদ্যমান। আর যেখানে প্রেমসূক্তির প্রাবল্য সাবল্য ও কৈবল্য সক্রিয় সেখানে বিধিযুক্তির দৌর্ব্বল্য ও শৈথিল্য সমুপস্থিত। অতএব-

কেবলং রাগমার্গেণ সখীভাবঃ প্রসিদ্ধতে।

তস্মাৎসর্ব্বপ্রযত্নেন রাগমার্গং সমাশ্রয়েৎ।।

কেবল রাগমার্গেই সখীভাব প্রসিদ্ধ হয়। তজ্জন্য সর্ব্ব প্রযত্নে রাগমার্গই আশ্রয়ণীয়। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ ভক্তিসন্দর্ভে বলেন, **প্রীতিলক্ষণাভক্তীচ্ছূনাং রুচিপ্রধান এব মার্গঃ শ্রেয়ান্ নাজাতরুচীনামিব বিচারপ্রধানঃ।** প্রীতিলক্ষণভক্তিলিপ্সুদের পক্ষে রুচিপ্রধান মার্গই শ্রেয়স্কর. তাহা অজাতরুচিদের ন্যায় বিচারপ্রধান নহে। ইহাতে সূচিত হয় যে, বিচারপ্রধান মার্গ রাগমার্গ নহে।

শাস্ত্রাদির বিচারের প্রাধান্যযুক্তমার্গ প্রকৃতপক্ষে বিধি মার্গ। যথা- **রুচেস্তু স্বতঃসিদ্ধত্বাদ্রাগস্যৈব তদুচ্যতে।**

অরুচিমতাং রাগস্য সম্বন্ধো ন হি ঘট্যতে।।

রুচি স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া রাগেরও স্বতঃসিদ্ধত্ব প্রতিপন্ন হয়। পক্ষে অরুচিমানদের রাগসম্বন্ধ ঘটিতে পারে না।

অনধীতস্য বিপ্রত্বং জন্মনা ন হি জায়তে।

তথারুচিমতাং রাগযোগ্যতা ন স্বতো ভবেৎ।।

যেরূপ অনধীতের বিপ্রত্ব কেবল জন্ম দ্বারা সিদ্ধ হয় না তদ্রূপ রাগমার্গীর শিষ্য বিচারেও অজাতরুচি শিষ্যের রাগ ভজনে যোগ্যতা স্বতঃসিদ্ধ নহে তাহা নূন্যাধিক কৃচ্ছ্রতাসিদ্ধ।

বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসীজনাদিষু।

রাগাত্মিকামনুসৃত্য যা সা রাগানুগোচ্যতে।।

ইতি ন্যায়েন সূচ্যতে রাগধর্ম্মাত্মিকা সখী।

ব্রজাবাসীজনে যে ভক্তি স্পষ্টরূপে প্রকাশমান দেখা যায় সেই ভক্তিকে রাগাত্মিকা ভক্তি বলে। সেই রাগাত্মিকার অনুসারী ভক্তিই রাগানুগাভক্তি নামে প্রসিদ্ধ। এই ন্যায়ে সূচিত হইতেছে যে, ব্রজসখী রাগাত্মিকা।

রাগবিবেকঃ

রাগাত্মিকা দ্বিধোচ্যতে সম্বন্ধরূপা কামরূপা চ।

কামরূপানুসারিণী যা সা কামানুগোচ্যতে

সম্বন্ধানুসারিভক্তির্যা সম্বন্ধানুগা মতা।।

রাগাত্মিকাভক্তি দ্বিবিধা। সম্বন্ধরূপা ও কামরূপা।

সম্বন্ধরূপা গোবিন্দে পিতৃত্বাদ্যভিমানিতা।

আমি গোবিন্দের পিতা এইরূপ অভিমানই সম্বন্ধরূপাভক্তি বলিয়া অভিহিত। আর কামরূপা

কামক্রীড়াদিভিঃ কৃষ্ণে যা ভক্তিরভিজায়তে।

কামরূপা বিদুঃ সৈব গোপবধূষু রাজতে।।

কামক্রীড়াদির দ্বারা কৃষ্ণে যে ভক্তি জাত হয় তাহাই কামরূপা নামে প্রসিদ্ধ। তাহা গোপবধূদের মধ্যে বিরাজমানা।

কামরূপা দ্বিধোচ্যতে সম্ভোগেচ্ছাময়ী তথা।
তদ্ভাবেচ্ছাময়ী চাত্র কান্তাসখীজনাশ্রয়া।।

কামরূপা দ্বিবিধা। সম্ভোগেচ্ছাময়ী এবং তদ্ভাবেচ্ছাময়ী। এই দুই ভক্তি কান্তা ও সখীদের আশ্রয়ে বিদ্যমান।

সম্ভোগেচ্ছাময়ীভাবান্নায়িকত্বং প্রসিদ্ধতি।

তদ্ভাবেচ্ছাময়ীভাবাৎ সখীভাব উদঞ্চতি।।

তন্মধ্যে সম্ভোগেচ্ছাময়ীভাব হইতে নায়িকাভাব প্রসিদ্ধ এবং তদ্ভাবেচ্ছাময়ীভাব হইতে সখীভাব উদিত হয়।

সম্ভোগে কেলিতাৎপর্য্যং তদ্ভাবে মাধুরীপ্সিতম্।

কান্তায়াং কেলিতাৎপর্য্যং সখী তন্মাধুর্য্যসেবিকা।।

সম্ভোগেচ্ছাময়ীভাবে কেলিতাৎপর্য্য, তাহা কান্তাতে বিদ্যমান আর তদ্ভাবেচ্ছাময়ীভাবে তন্মাধুর্য্যকামিতা সিদ্ধ, সখী সেই মাধুর্য্যসেবিকা।।

তন্মাধুর্য্যনিষেবিনাং তদ্ধর্ম্মোঽপ্যভিজায়তে।

তস্মাৎ কান্তাত্বমুপেক্ষ্য সখী তদানুগা ভবেৎ।।

কান্তার ভাবমাধুর্য্যসেবিনী সখীদেরও সেই ধর্ম্ম অধিকরূপে প্রকাশ পায়। তজ্জন্য বিচক্ষণা গোপী কান্তাভাবকে উপেক্ষা করতঃ তদানুগ সখীভাবকেই স্বীকার করেন।।

কান্তপ্রেমা সখীভাবাৎ সমৃদ্ধতে ন সংশয়ঃ।

সখীভাবং বিনান্যথা কান্তপ্রেমা ন সিদ্ধতে।।

কান্তপ্রেম সখীভাবেই সমৃদ্ধ হয় ইহাতে কোন সংশয় নাই। পক্ষে সখীভাব বিনা কান্তপ্রেম প্রসিদ্ধ হয় না।

তস্মাদ্রাগাত্মিকাসখীভাবো রাগেণ লভ্যতে।

রাগং বিনান্যমার্গেণ তদ্ভাবো নহি সিদ্ধতে।।

তজ্জন্য রাগাত্মিকাসখীভাব কেবল রাগধর্ম্মেই লভ্য হয়।রাগ বিনা অন্য বৈধিযোগাদি পথে তাহা সুলভ সিদ্ধ নহে।

রাগলক্ষণম্।

ইষ্টে পরমাবেশশ্চিত্তস্য রাগ উচ্যতে।।

তত্র সারসিকো ভাবঃ খলু সহজতাং গতঃ।

ইষ্টবস্তুতে চিত্তের যে পরমাবেশ তাহাই রাগ বলিয়া কথিত হয়। সেখানে সারসিক ভাব সহজ।

স্বতঃসিদ্ধো ভবেদ্রাগশ্চান্যরাগবিরোধকৃৎ।

অন্যরাগপ্রবৃত্তানাং ত্বেষ্টরাগো ন জায়তে।।

রাগ কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ। তাহা অন্যরাগের প্রতি বিরোধকারী। অন্যরাগ প্রবৃত্তদের ইষ্টরাগ কখনও কোনক্রমে জাত হয় না।

অনধিকারচর্চ্চয়াপধর্ম্মস্তু প্রজায়তে।

অপগতোযাথার্থ্যত্বাদপধর্ম্মতয়োচ্যতে।।

অনধিকারচর্চ্চা হইতে অপধর্ম্ম জাত হয়। যথার্থভাব অপগত হইয়াছে যেধর্ম্ম হইতে তাহাই অপধর্ম্ম বাচ্য। অপধর্ম্ম সদ্ধর্ম্ম নহে। সর্ব্বজ্ঞ সত্যদর্শী সত্যবক্তা। তাঁহার বাক্য সিদ্ধ ও সত্য পরন্তু সর্ব্বজ্ঞের শিষ্যসূত্রে অসর্ব্বজ্ঞের বাক্য সিদ্ধ ও সত্য হইতে পারে না। সর্ব্বজ্ঞ প্রামাণিক আর অসর্ব্বজ্ঞ আনুমানিক ও কাল্পনিক বা অভিমানিক। অজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞের কর্ম্ম করিতে পারে না। যাহা করে তাহা সত্যভূত সিদ্ধ মত নহে।

যেরূপ সর্ব্বজ্ঞ শ্রীগৌরীদাসের শিষ্যাভিমানে শ্রীহৃদয়চৈতন্যের সিদ্ধপ্রণালী শ্রীদুঃখীকৃষ্ণদাসে অসিদ্ধ হইয়াছে। উপরন্তু অনুকূল ভজন পরিবেশে তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপই প্রকাশিত হইয়াছে। কেহ বলেন, তাহা শ্রীজীবগোস্বামীর সঙ্গজাত ব্যাপার। ইহা কিন্তু সিদ্ধান্ত নহে। স্বরূপ যদি সঙ্গজাতই হয় তাহা হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলার নিত্যসঙ্গী শ্রীমুরারিগুপ্ত ও শ্রীনৃসিংহানন্দে ব্রজভাব সিদ্ধ হয় নাই কেন? শ্রীমন্মহাপ্রভু সাক্ষাতে মুরারিগুপ্তকে কৃষ্ণভজনের উপদেশও করিয়াছেন। আরও জানা যায় যে, শ্রীরূপসনাতনপ্রভুদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিত্যসঙ্গী অনুপমবল্লভ রাম উপাসক ছিলেন। প্রভুদ্বয় তাঁহাকে কৃষ্ণ ভজন করিতে উপদেশ করিলেও তিনি তাহা করিতে পারেন নাই। ইহাতে সিদ্ধান্ত হয় যে, স্বতঃসিদ্ধভাবের অন্যথা হয় না। পরন্তু স্বতঃসিদ্ধভাবই যথাসময়ে প্রকাশিত হয়। যাঁহার সত্ত্বে সখীভাব নাই তাঁহাকে শতশঃ সখীভাবের উপদেশ কখনই কার্য্যকরী হয় না। অপিচ যাঁহার সত্ত্বে সখীভাব আছে, উপদেশাদি না করিলেও যথাকালে কোন না কোন প্রকারে শ্রবণাদিক্রমে তাহা স্বতঃই প্রকাশিত হয়।

লোভরাগৌ স্বতঃসিদ্ধৌ ন যুক্তিতর্কনিশ্চিতৌ।

মহত্বশ্রবণাপোক্ষৌ কেবলং ধর্ম্মসিদ্ধয়ে।।

লোভ ও রাগ স্বতঃসিদ্ধ। তাহারা যুক্তি ও তর্ক সিদ্ধ নহে। সেই ধর্ম্মসিদ্ধি বিষয়ে কেবল তাহার মহত্ব শ্রবণেরই অপেক্ষা থাকে।

সখীভেকী সখী ন স্যাদ্ধর্ম্মধ্বজী স উচ্যতে।

নপুংসকস্য নারীত্বং ন বেশেন প্রসিদ্ধতে।।

সখী ভেকী প্রকৃত সখী নহে। সে ধর্ম্মধ্বজী রূপে কথিত হয়। কেবল বেশের দ্বারা নপুংসকের নারীত্ব সিদ্ধ হয় না।

বেষেন ন সিদ্ধতে ধর্ম্মো মনোরথেন চৈব ন।

সহজিয়া মনোধর্ম্মী প্রাকৃতভাবনাতুরঃ।।

প্রাকৃতভাবনাতীতং সখীত্বং কথ্যতে বুধৈঃ।।

সতাং সঙ্গপ্রসঙ্গেন বিশুদ্ধভক্তিযোগতঃ।

গুণাতীতস্য ভক্তস্য তদ্ধর্ম্ম সিদ্ধতে স্বতঃ।।

বেষের দ্বারা ধর্ম্ম সিদ্ধ হয় না তথা মনোরথের দ্বারাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সহজিয়া মনোধর্ম্মী সে প্রাকৃত ভাবনাতুর। তাহাতে সখীভাব সিদ্ধ হয় না। পরন্ত প্রাকৃত ভাবনার অতীত। পক্ষে পণ্ডিতগণ সখীভাবকে প্রাকৃত ভাবনাতীত বলিয়া থাকেন। সাধুদের প্রকৃষ্ট সঙ্গ ও প্রসঙ্গ হইতে জাত বিশুদ্ধভক্তিযোগ প্রভাবে গুণাতীত ভক্তের সেই ধর্ম্ম স্বতঃই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

অবিদ্যানর্থপিষ্টানামজাতরতিচেতসাম্।

ন সিদ্ধতে সখীভাবো হ্যরাগবিদ্ধধীমতাম্।।

তথাপি অবিদ্যানর্থমুক্তানাং সঞ্জাতরতিচেতসাম্।

সূদিতরাগধর্ম্মিণাং সখীভাবঃ স্বভাবজঃ।।

অবিদ্যা হইতে জাত অনর্থাদি দ্বারা পরিপিষ্ট, অজাতরতি এবং অরাগবিদ্ধ ধীমানদের সখীভাব সিদ্ধ হয় না। পরন্তু যাঁহারা অবিদ্যা অনর্থ মুক্ত, যাঁহাদের চিত্তে কৃষ্ণরতি সঞ্জাত হইয়াছে এবং তদ্সঙ্গে সুষ্ঠুরূপে রাগধর্ম্ম প্রকাশিত, তাঁহাদেরই সখীভাব সহজাত বিষয়।

তত্র ভাবনা পদ্ধতি আদৌ বাসপদ্ধতিঃ

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।

তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসো ব্রজে সদা।।

নিজ সমীহিত প্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ও তদীয় ভক্তকে স্মরণ করিতে

করিতে তাঁহাদের সেই সেই কথায় রত হইয়া সর্ব্বদা ব্রজে বাস করিবেন। অতএব এই রীতি অনুসারে নিজ অভীপ্সিত রসের বিষয়ালম্বন প্রেষ্ঠকৃষ্ণ ও আশ্রয়জাতীয় আলম্বন স্বরূপ প্রেষ্ঠসখীকে স্মরণ করিতে করিতে সখী ও কৃষ্ণের মধ্যে যে বার্ত্তালাপ হয় তাহার সেবা করিতে করিতে সর্ব্বদা ব্রজে বাস কর্ত্তব্য। ইহা সর্ব্বসাধারণ ভাবসাধন পদ্ধতি। এই উক্তিতে সাক্ষাৎ সখীভাব সাধনার কথা অভিব্যক্ত হয় নাই । তজ্জন্য অন্যত্র শ্রীরূপপাদ বলেন,

সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং বাসনাময়ীম্।
আজ্ঞাসেবাপরাং তত্তৎকৃপালঙ্কারভূষিতাম্।।

বাসনাময় দেহে সখীদের সঙ্গিনী, তাঁহাদের সেই সেই কৃপা অলঙ্কারে ভূষিতা ও আজ্ঞাসেবাপরা রূপে নিজেকে চিন্তা করিবেন।

সিদ্ধাঙ্গভাবনাপ্রকারো যথা-সনৎকুমারসংহিতায়াং
পরকীয়াভিমানিন্যস্তথাস্য চ প্রিয়া জনাঃ।
প্রচুরেণৈব ভাবেন রময়ন্তি নিজপ্রিয়ম্।।
আত্মানং চিন্তয়েত্তত্র তাসাং মধ্যে মনোরমাম্।
রূপযৌবনসম্পন্নাং কিশোরীং প্রমদাকৃতিম্।।
নানাশিল্পকলাভিজ্ঞাং কৃষ্ণভোগানুরূপিণীম্।
প্রার্থিতামপি কৃষ্ণেন ততো ভোগপরান্মুখীম্।।।
রাধিকানুচরীং নিত্যং তৎসেবনপরায়ণাম্।।
কৃষ্ণাদপ্যধিকং প্রেম রাধিকায়াং প্রকুর্ব্বতীম্।।
প্রীত্যানুদিবসং যত্নাত্তয়োঃ সঙ্গমকারিণীম্।
তৎসেবনসুখাস্বাদভরেণাতিসুনির্ব্বৃতাম্।।

ইত্যাত্মানং বিচিন্ত্যৈব তত্র সেবাং সমাচরেৎ।
ব্রাহ্মমুহুর্ত্তমারভ্য যাবৎ সান্তা মহানিশা।।

অর্থ--শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়াগণ পরকীয়াভিমানিনী হইয়া প্রচুর ভাব সহকারে নিজপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে রমণ করিয়া থাকেন। সাধক তাঁহাদের মধ্যে নিজকে এক মনোরমা নবযৌবনসম্পন্না প্রমদাকৃতি কিশোরীরূপে চিন্তা করিবেন। সেই কিশোরী নানাশিল্পকলায় অভিজ্ঞা ও শ্রীকৃষ্ণের ভোগানুরূপিণী, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রার্থিতা হইলেও তাঁহা হইতে ভোগে পরান্মুখী। সে শ্রীরাধিকার অনুচরী এবং নিত্যই তৎসেবাপরায়ণা। শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীরাধার প্রতি অধিক প্রেম করিয়া থাকে এবং প্রীতি ও যত্নসহকারে শ্রীরাধা গোবিন্দকে মিলন করায়। উভয়ের সেবা সুখাস্বাদের প্রাচুর্য্যেই সে সাতিশয় সন্তুষ্টা। সাধক এই প্রকারে নিজকে চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মমুহুর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মহানিশা পর্য্যন্ত অষ্টকালে সমাহিত চিত্তে সেবা করিবেন।

বিবেক- শ্রীরাধাকৃষ্ণের কোন বিশ্বস্ত ও বিস্রম্ভ প্রেমসেবাপরা সখীর চরিত্রের পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তিনি রাধার ভাবরতিসম্বলিত (রতি মঞ্জরী ইত্যাদি) কোন একটি মধুর **নাম**যুক্তা, তিনি কৃষ্ণের নয়নানন্দপ্রদ এক অভিনব **রূপ**বিশিষ্টা, তিনি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সম্বলিত কৈশোর **বয়স**যুক্তা, তিনি কৃষ্ণের মনোমুগ্ধকর **সদ্গণ**পূর্ণা, তিনি যুগলের প্রেমকলা**বিদ্যা ও বেষাদিতে** বিদগ্ধা, তিনি যুগলের সঙ্গে একটি মধুরসখ্য **সম্বন্ধ** যুক্তা, তিনি যূথেশ্বরীপ্রধানা রাধিকার **যূথাশ্রিতা**, তিনি রাধার **পাল্যদাসী** অভিমানবতী, তিনি রাধা ও তাঁহার পরমপ্রেষ্ঠসখীদের **আজ্ঞানুবর্ত্তিনী** এবং স্বরুচিকর একটি **সেবা**পরায়ণা, তিনি রাধার সেবায় পরিনিষ্ঠিতা (**পরাকাষ্ঠা**প্রাপ্তা), তিনি রাধাকৃষ্ণের বিলাসবনে, রাধাকুণ্ডের তটস্থ নিজকুঞ্জে ও

পরকীয়াভাবে পরোঢ়া গোপীস্বরূপে যাবটাদিতে **নিবাস**ধন্যা। সখীভাব সাধক পূর্ব্বোক্ত একাদশ প্রকরণ বিষয়টি বিচার পূর্ব্বক স্বাধিকারে তাহার অনুশীলনে ব্রতী হইবেন। ইহাই আত্মানং চিন্তয়েত্তত্র পদের আদিষ্ট অভিপ্রায়। যথা--

আমি ত গোপনন্দিনী স্বর্ণচম্পকবরণী
শিখিপুচ্ছপট্টনীলাম্বরী।
রাধা মোর প্রাণেশ্বরী প্রাণেশ্বর বংশীধারী
গণেশ্বরী ললিতাসুন্দরী।।১
যাবটগোপগৃহিণী বামমধ্যাস্বভাবিনী
নবীনকিশোরী সুমধ্যমা।
রূপরতির সঙ্গিনী শৃঙ্গারসেবাকারিণী
করুণামঞ্জরী শুভ নামা।।২
রাধার পাল্যকিঙ্করী সখীদের আজ্ঞাচরী
শ্রীমালতী কুঞ্জবিলাসিনী।
সুসখ্যপ্রণয়িবরা সুললিতমানপরা
রাধাস্নেহা মঞ্জিষ্ঠারাগিণী।।৩
রাধাকৃপা বিনা ছার জীবনে কি কাজ আর
কিবাকাজ ব্রজেন্দ্রনন্দনে।
বৃথা বৃন্দাবনবাস বৃথা ধর্ম্মকর্ম্ম আশ
এই নিষ্ঠা জীবনে মরণে।।৪

জ্ঞাতব্য--**আত্মানং চিন্তয়েত্তত্র** এই পদ অনুসারে সকল সাধক যে এইরূপ চিন্তা করিবার অধিকারী তাহা নয়। এইরূপ চিন্তার প্রকৃত অধিকারী কেবল ভাবপ্রবণ শুদ্ধসত্ত্ববান্ সাধক। শুদ্ধসত্ত্ববান্ ক্ষান্তধর্ম্মী। প্রাকৃতবিষয়ে ক্ষোভরহিত অতএব

শান্তচিত্ত। তাঁহার পক্ষে এইরূপ চিন্তা সহজভাবেই সিদ্ধিপ্রদা। পরন্তু যাঁহার সত্ত্ব শুদ্ধ নহে তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে অনধিকারী। কারণ অনর্থগ্রস্ত, অনিষ্ঠিতমতি, প্রাকৃত বিষয় বাসনালিপ্ত অশুদ্ধসত্ত্ব সাধক পূর্ব্বোক্ত বিষয় চিন্তা করিতে যাইয়া প্রাকৃত নারী চিন্তা করতঃ কাম কবলে পড়িয়া বিকৃত ধর্ম্মের আবাহন করেন। ক্ষান্ত অর্থাৎ প্রাকৃত বিষয়ে ক্ষোভরহিত না হইলে পূর্ব্বোক্ত চিন্তা সহজ শুদ্ধ ও সুষ্ঠু হয় না। মলমক্ষিকাবৎ ব্যভিচারী চিত্তে তাদৃশ ভাবনা যথার্থ হয় না। পক্ষে চাতক ও মধুপাননিষ্ঠ ভৃঙ্গবৎ চিত্তে তাহা সহজ ও নিরন্তর হইয়া থাকে। অনেক অনর্থগ্রস্ত সাধক বিরক্ত অভিমানে অনধিকার চর্চ্চা করিয়া সাধক জীবন হইতে অধঃপতিত হইয়াছেন। তাঁহারাই গৌড়ীয় জগতে প্রাকৃত সহজিয়া নামে অভিহিত। অপ্রাকৃত সহজ ভাবকে প্রাকৃত ভূমিকায় আনিয়া বিচার করিতে যাইয়াই প্রকৃত শক্তি ও সত্ত্বের অভাবে অভিমানী সাধক বিপর্য্যয় বুদ্ধিক্রমে ব্যভিচার জীবনে অপধর্ম্মের জনক হয়। কারণ অনধিকারীই অপধর্ম্মের জনক। আর যথার্থ স্বাধিকারীই সদ্ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। প্রত্যক্ষ বিষয় যে, অনেক বৈরাগী সাধক, অধিক কি গুর্ব্বভিমানীও সত্ত্বের অভাবে সখী ভজন করিতে গিয়া নারীরসিক বান্তাশী হইয়া শ্রীচৈতন্যের রোষভাজন ও অদৃশ্য হইয়াছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেন, অধিকার না লভিয়া সিদ্ধদেহ ভাবে। বিপর্য্যয়বুদ্ধি জন্মে শক্তির অভাবে। অতএব যথার্থ ভজনক্রমে শুদ্ধসত্ত্ব হইয়াই পূর্ব্বোক্ত চিন্তা করিবেন। তাহাতে সিদ্ধি সুলভ হইবে। সত্ত্বশুদ্ধৌ ভাবশুদ্ধিঃ ভাবশুদ্ধৌ স্বরূপসিদ্ধিঃ স্বরূপসিদ্ধৌ কৃতার্থতা সাধনসাফল্যম্। অর্থাৎ সত্ত্ব শুদ্ধ হইলে ভাব শুদ্ধ হয়, ভাব শুদ্ধ হইলে স্বরূপ সিদ্ধ হয় এবং স্বরূপ সিদ্ধিতেই সাধনের কৃতার্থতা বা সাধন সাফল্য উদিত হয়। উপদেশামৃতে শ্রীরূপগোস্বামিপাদ রাগভজনের পদ্ধতি বলিয়াছেন। যথা-

তন্নামরূপচরিতাদি সুকীর্ত্তনানু
স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য ।
তিষ্টন্ ব্রজে তদনুরাগিজনানুগামী
কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারম্।।

আরাধ্যদেবতা শ্রীরাধাগোবিন্দের নাম রূপ চরিতাদির সুষ্ঠুকীর্ত্তন ও স্মরণে রসনা ও মনকে নিযুক্ত করতঃ ব্রজে বাস পূর্ব্বক কৃষ্ণে অনুরাগীজনের অনুগমন করতঃ অখিলকাল যাপন করিবেন ইহাই উপদেশসার। এখানে তন্নামরূপ চরিতাদি বলিতে আরাধ্য দেবতা শ্রীকিশোরকৃষ্ণের মধুর রসোপযোগী গোপীজনবল্লভ, রাধারমণাদি নাম, রাধাভাবভাবিত শ্রীচৈতন্যের মুখনিঃসৃত হরে কৃষ্ণ রাম নাম, মদনমোহনকারী অপূর্ব্ব কৈশোর রূপ, ধীরললিত বিলাস সম্বলিত গুণ ও কুঞ্জকেলি তথা রাসাদি লীলা বিষয়ক চরিতই কীর্ত্তন ও স্মরণের বিষয়। সখীভাব লিপ্সুদের পক্ষে কিন্তু দাস্য সখ্য ও বাৎসল্য রসোপযোগী নাম রূপ গুণ লীলাদি কীর্ত্তন ও স্মরণের বিষয় নহে। কারণ তাদৃশ ভজনে স্বাভীষ্ট ভাব সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। তিষ্ঠন্ ব্রজে বলিতে স্থুলদেহে রাধাকৃষ্ণের বিলাসকুঞ্জে বাস সম্ভব নহে বলিয়া মানসে ব্রজস্থিত রাধাকুণ্ডতীরে নিজ কুঞ্জে তথা যুগলের বিলাস কুঞ্জে বাস জানিবেন। এখানে তদনুরাগীজনের অনুগমন বলিতে স্বাভীষ্ট গুরুরূপা সখীজনের অনুগমনই কর্ত্তব্য। কালং নয়েদখিলং পদে সখীজনোচিত সেবা রসাস্বাদন যোগেই অখিলকাল যাপন করিবেন ইহা জানিতে হইবে। ইত্যুপদেশসারম্ বলিতে রাগভজন পদ্ধতি বিষয়ে এই উপদেশই সার স্বরূপ।

শ্রীচৈতন্যদেব কথিত পরব্যসনিনী নারীবৎ সাধক বাহ্যদেহে তদ্ভাবসিদ্ধির অনুকূল ভক্ত্যঙ্গ সমূহ যাজন করিতে করিতে মানসে স্বাভীষ্টসখীভাবে যুগলের পরিচর্চ্চা করিবেন। শ্রীকৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তনই সেই ভাবসিদ্ধির একমাত্র অব্যর্থতন্ত্র স্বরূপ। যথা-

সঙ্কীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্গম।।
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন।।

তথা- অমানী মানদ হৈয়া সদা নাম লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা মানসে করিবে।।

রহস্য এই, স্বজাতীয়াশয় স্নিগ্ধ ও নিজাপেক্ষা উত্তম সাধু (সখীভাবনিষ্ঠ) সঙ্গে ভাবানুকূল ভক্ত্যঙ্গপালন সহ নিরপরাধ কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তনে পাপ ও সংসার তাপাদি রূপ অনর্থ নিবৃত্তিক্রমে চিত্তের শুদ্ধি, নিষ্ঠা রুচি ও আসক্তি দ্বারা তাহার সমৃদ্ধি, তদনন্তর ভাব বা রতির উদয়ে সখীস্বরূপের সংস্কৃতিতে স্বরূপধামে স্বাভীষ্ট সেবাকুঞ্জে বসতি ক্রমে স্বরূপদেবতার প্রেমসেবার আরতি যোগে সাধক নিজ স্বরূপে সম্পূর্ণ ব্যবস্থিতি লাভে ধন্যাতিধন্য হইয়া থাকেন। সাধনে প্রেমপ্রাপ্তি বিষয়ে কোনরূপ চিন্তার আবশ্যকতা নাই। কারণ কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তনেই সকল অনর্থনাশ ও প্রেমের উদয় হয়। যথা চৈতন্যবাক্যে-

নামসঙ্কীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস।।

আর প্রেমবিলাসের সঙ্গে স্বাভীষ্ট ভাববিলাসও স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়। পুত্রবতীর বাৎসল্যবিলাস যেরূপ সহজ তদ্রূপ প্রেমপ্রাপ্তের ভাববিলাসও স্বাভাবিক ও সারসিক। রহস্য- সঙ্কীর্ত্তনালোকে অবিদ্যান্ধকার নিরস্ত হইলে প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিনয়নে স্বরূপবিলাস দর্শনে সাধকের স্বরূপ বিলাসও প্রকাশিত হয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নাম সঙ্কীর্ত্তনে স্বরূপোদয়ের কথা গান করিয়াছেন। যথা-

কৃষ্ণনাম ধরে কত বল।
বিষয় বাসনানলে মোর চিত্তসদা জ্বলে
রবিতপ্ত মরুভূমি সম।।
কর্ণরন্ধ্র পথ দিয়া হৃদি মাঝে প্রবেশিয়া
বরিষয়ে সুধা অনুপম।।
হৃদয় হইতে বলে জিহ্বার আগ্রেতে চলে
শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ।
কণ্ঠে মোর ভঙ্গে স্বর অঙ্গ কাঁপে থরথর
স্থির হইতে না পারে চরণ।।

চক্ষে ধারা দেহে ঘর্ম্ম পুলকিত সব চর্ম্ম
বিবর্ণ হইল কলেবর।
মূর্চ্ছিত হইল মন প্রলয়ের আগমন
ভাবে সর্ব্ব দেহ জ্বর জ্বর।।
করি এত উপদ্রব চিত্তে বর্ষে সুধাদ্রব
মোরে ডারে প্রেমের সাগরে।
কিছু না বুঝিতে দিল মোরে ত বাতুল কৈল
মোর চিত্তবিত্ত সব হরে।।
লইনু আশ্রয় যাঁর হেন ব্যবহার তাঁর
বর্ণিতে না পারি এসকল।
কৃষ্ণনাম ইচ্ছাময় যাহে যাহে সুখী হয়
সেই সুখ আমার সম্বল।।
প্রেমের কলিক নাম অদ্ভুত রসের ধাম
হেন বল করয়ে প্রকাশ।
ঈষৎ বিকশি পুনঃ দেখায় নিজ রূপ গুণ
চিত্তহরি লয় নিজ পাশ।।
পূর্ণবিকশিত হঞা ব্রজে মোরে যায় লঞা
দেখায় মোরে স্বরূপ বিলাস।
মোরে সিদ্ধদেহ দিয়া কৃষ্ণপাশে রাখে গিয়া
এ দেহের করে সর্ব্বনাশ।।
কৃষ্ণনাম চিন্তামণি অখিলরসের খনি
নিত্যমুক্ত শুদ্ধ রসময়।
নামের বালাই যত সব লয়ে হই হত
তবে মোর সুখের বিলাস।।

---ঃ০ঃ০ঃ০---

সখীতত্ত্বালোকপ্রশস্তিঃ

রসালোকৈর্যুষ্টো রসিকমতপুষ্টঃ প্রণয়িণাং
সদৈবারাধ্যেষ্টঃ সুরুচিসুখসেব্যঃ সুললিতঃ।
সুরীত্যা সম্বদ্ধঃ নিগমগুণসিদ্ধোক্তিসরসঃ
সখীতত্ত্বালোকো জয়তু নিতরাং ভক্তসদসি।।

রসসিদ্ধান্তের আলোক ধারা যুষ্ট, রসিকদের মত দ্বারা পুষ্ট, প্রণয়িদের সর্ব্বদা আরাধ্য চৈতন্যকৃষ্ণের অভীষ্ট স্বরূপ, সুরুচি দ্বারা সুখসেব্য, সুললিত ছন্দবদ্ধ, রাগভজনের সুরীতি দ্বারা সম্বদ্ধ, নিগমগুণসিদ্ধ সদুক্তি দ্বারা সরস **সখীতত্ত্বালোক** ভক্তসমাজে যথেষ্ট জয়যুক্ত হউক।

নিগমনেত্ররত্নেন্দৌ শকাব্দে মাসি চাশ্বিনে।
শুক্রাহে রাধিকাকুণ্ডে গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ।।

১৯৩৪ শকাব্দে আশ্বিনমাসে শুক্রবারে শ্রীরাধাকুণ্ডস্থিত শ্রীরূপানুগসেবাশ্রমে এই গ্রন্থ রচনা সম্পূর্ণ হইল।

ত্বদীয়মিতি গোবিন্দ তুভ্যমেব সমর্পয়ে।
তেন মে ত্বৎপদাম্ভোজে রতিঃ স্যাদনপায়িনী।।

হে গোবিন্দ! এই সখীতত্ত্বালোক তোমার প্রসাদে আবির্ভুত, তোমাকেই সমর্পণ করিতেছি, তাহাতে তোমার পাদপদ্মে আমার অনপায়িনী রতি থাকুক।

ইতি সখীতত্ত্বালোকঃ সমাপ্তঃ

----ঃ০ঃ০ঃ০ঃ-----

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সনম্রনিবেদন

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীদেবের অপার করুণায় শ্রীসখীতত্ত্বালোক নামক গ্রন্থখানি আত্মপ্রকাশ করিলেন। নন্দগ্রামে পাবনসরোবরতটে শ্রীসনাতনগোস্বামি পাদের ভজনকুটীরে অবস্থান কালে তাঁহার অহৈতুকীকৃপায় মাদৃশ দীনের হৃদয়ে সখীতত্ত্বের কিছু আলোকপাত হয়। তখন তাহা সামান্যাকারে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলাম। অধুনা রাগানুগভক্তিসাধকের রাগমার্গের দিক্ প্রদর্শনার্থে তাহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলেন। গ্রন্থখানি শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা তথা শ্রীধ্যানচন্দ্রপদ্ধতির সিদ্ধান্তগর্ভিত এবং সানুভববেদ্য নিরপেক্ষ সুযুক্তিসম্ভূত। প্রকৃত সিদ্ধান্তের অভাবে অপসাম্প্রদায়িকতার প্রাধান্য গৌড়ীয় সাধুসমাজকে ভ্রান্ত কৃত্রিমধারণাপ্রসূত অপশাসন করিতেছে। বিধি শাস্ত্রীয় হইলেও স্বাধিকারোচিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার যথার্থ আচরণ হইতে পারে না। স্বাধিকারোচিত না হওয়ায় ধর্ম্মাচার গ্লানিযুক্ত হইয়া পড়ে। বিকৃত মত পথ কখনই প্রকৃত ধর্ম্মমত পথে গণ্য হয় না। শ্রদ্ধালুর কৃত্য ও নৈষ্ঠিকের কৃত্য এক হইতে পারে না। নৈষ্ঠিকের কৃত্য শ্রদ্ধালু কখনই সুষ্ঠুভাবে করিতে পারে না। যাহা করে তাহা যথার্থ হয় না। তত্ত্ব ও সত্ত্বমুর্খগণ তাহাকে স্বীকার করিলেও বিজ্ঞগণ তাহা করিতে পারে না। তদুপরি অনুরাগীর কৃত্য শ্রদ্ধালু বা নৈষ্ঠিকের পক্ষে যথাযথ আচর্য্য হইতেই পারে না। গণগড্ডারিকার প্রবাহের ন্যায় বর্ত্তমান

সমাজে যে রাগভজন পদ্ধতি চলিতেছে তাহা প্রকৃত রাগ ভজন নহে। ভজনকারী অনধিকারী হইলে তাঁহার ভজন শুদ্ধ না হইয়া বিদ্ধ ও বিকৃত হয়। কৌলিক ও লৌকিকপ্রথা করালগতি কলির প্রভাবে যথার্থতা বর্জ্জিত হইয়া সত্ত্বের অভাবে কুৎসিত কুণ্ঠিত কলুষিত তথা কলঙ্কৃত হইয়া তাদৃশ সমাজের সমাদর যোগ্য হইলেও প্রকৃত সভ্য সমাজে তাহা সমাদরণীয় নহে। স্বতঃসিদ্ধ ও স্বকল্পিতসিদ্ধ মত এক নহে। স্বতঃসিদ্ধতার অভাব হইলে সিদ্ধমন্ত্র ও মতও কার্য্যকরী হয় না। জল শুদ্ধ হইলেও বিষাক্ত পাত্রদোষে তাহা দুষ্ট হইয়া পানকারীকে প্রাণান্ত করে। তদ্রূপ বিষাক্ত ভাবনাদুষ্ট রাগও সাধককে সংসারে অধঃপাতিত করে। অপরদিকে অন্ধ কখনই মার্গে অবস্থান করিতে পারে না। তদ্রূপ যাঁহার স্বতঃসিদ্ধ রাগ বিবেক ও তদাচার সত্ত্ব নাই তাঁহার রাগভজন অভিমানমূলে অভিনয় মাত্র। তাহা নিরুপাধিক বাস্তবতা বর্জ্জিত এবং মনোধর্ম্মসজ্জিত। রজস্তমোদর্শন যথার্থতা রহিত বিপরীত ভাবযুক্ত। কেবল সত্ত্বদর্শনই যথার্থক। শুদ্ধসত্ত্বের অবির্ভাবে ও প্রভাবেই রাগভজন শুদ্ধ ও সমৃদ্ধ হইয়া সিদ্ধি ও প্রসিদ্ধি দান করে। অতএব সিদ্ধান্ত স্বাধিকারোচিত ধর্ম্মকর্ম্মই যথার্থক আর অনধিকারোচিত ধর্ম্মকর্ম্মই অনর্থক বাচ্য। তজ্জন্য সাধকের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ তাঁহারা যেন সৎসঙ্গবলে অনর্থনিবৃত্তিমূলে বিশুদ্ধসত্ত্বফলে স্বাধিকারেই চৈতন্যধারায় রাগভজনে প্রবৃত্ত হইবেন।

ইতি বৈষ্ণবদাসানুদাস

ভক্তিসর্ব্বস্ব গোবিন্দ

শ্রীরূপানুগসেবাশ্রম

রাধাকুণ্ড,পরিক্রমামার্গ, মথুরা, উঃপ্রঃ

শ্রীসখীজনো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীসখীতত্ত্বালোকঃ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীসখীতত্ত্বালোকঃ

দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধা শ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি।।

--ঃ০ঃ০ঃ--

শ্রীসখীনাং প্রণতিঃ

কারুণ্যকল্পলতিকে ললিতে নমস্তে
রাধাসমানগুণচাতুরিকে বিশাখে।
ত্বাং নৌমি চম্পকলতেঽচ্যুতচিত্তচৌরি
বন্দে বিচিত্রচরিতে সখি চিত্রলেখে।।
শ্রীরঙ্গদেবি দয়িতে প্রণয়াঙ্গরঙ্গে
তুভ্যং নমোঽস্তু সুখদে দয়িতে সুদেবি।
বিদ্যাবিনোদসদনেঽপি চ তুঙ্গবিদ্যে
পূর্ণেন্দুখণ্ডনখরে সুমুখীন্দুলেখে।।
শ্রীরূপমঞ্জরীং বন্দে শ্রীলীলামঞ্জরীং নমে।
শ্রীরতিমঞ্জরীং নৌমি শ্রীরসমঞ্জরীং যজে।।
শ্রীগুণমঞ্জরীমীজে বিলাসমঞ্জরীং ভজে।
লবঙ্গমঞ্জরীং বন্দে কস্তুরীমঞ্জরীং নমে।।
অনঙ্গমঞ্জরীকলাবতীসখ্যৌ জয়তোঽলম্।
রত্নলেখাসখী জীয়াচ্ছিখাবতী সদাবতু।।
শুভাঙ্গদা সদৈবাব্যদ্ধিরণ্যাক্ষী প্রসীদতু।
শ্রীফুল্লকলিকা স্বস্তিমধাৎ কন্দর্পমঞ্জরী।।
ধনিষ্ঠা কুন্দলতা চ কৃষ্ণদাস্যং সমাদিশেৎ।
শ্রীযুগলার্চ্চনে কুঞ্জে বৃন্দা নিত্যং প্রচোদয়াৎ ।।

---ঃ০ঃ০ঃ---

শ্রীসখীজনো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সমর্পণম্

জীয়ান্মদীষ্টঃ প্রভুপাদপ্রেষ্ঠ
শ্চৈতন্যকৃষ্ণপ্রিয়তাপ্রথিষ্ঠঃ।
আচার্য্যবর্য্যঃ পরমার্থপার্থো
রূপানুগাধস্তনকীর্ত্তিকন্দঃ।।
গৌড়ীয়বন্ধুঃ করুণৈকসিন্ধু
র্মঠাদিশিল্পীর্বরদস্বরূপঃ।
সদ্ধর্ম্মধামামলচিত্তবিত্তো
বরেণ্য**শ্রীভক্তিবিলাসতীর্থঃ**।।

করাম্ভোজে তস্য প্রকৃতিমধুরে ক্ষেমনিকরে
সতাং বেদ্যং শ্রৌতং সুকৃতিজনিতৈর্লোভসুলভম্।
সখীতত্ত্বালোকং মধুরমতিশুদ্ধং সুচরিতং
নিবেদ্যেদং গ্রন্থং পরমমিহ যাচে সখিরতিম্।।

ইতি

তচ্ছ্রীচরণাশ্রিতস্য ভক্তিসর্ব্বস্বগোবিন্দস্য

শ্রীশ্রীসখীতত্ত্বালোকঃ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রকাশনীতিথি-

শ্রীশ্রীরাসপূর্ণিমা-২০১২
প্রকাশকঃ- শ্রীমদ্ভক্তিকিঙ্কর শ্রীধর মহারাজঃ

--ঃ প্রাপ্তিস্থানম্ ঃ---
১। শ্রীরূপানুগসেবাশ্রম
পরিক্রমামার্গ, শ্রীরাধাকুণ্ড
মথুরা, উত্তরপ্রদেশ
ফোন--০৯৪১২৫৭
০৯৪১১০৬৫০৭৬

২। শ্রীশ্রীধরবিদ্যানিকেতন
বৃন্দাবন, মথুরা, উত্তরপ্রদেশ
ফোন--০৯৮৯৭৪৩৮০৮৪

৩। শ্রীগোপালকুঞ্জ
শ্রীগোবিন্দকুণ্ড, আনোর
গোবর্দ্ধন, মথুরা, উত্তরপ্রদেশ
---ঃ০ঃ---

মথুরা মসানি পঞ্চবটীস্থিত নবজ্যোতি মুদ্রাযন্ত্রতঃ মুদ্রিতঃ

শ্রীসখীজনো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীসখীতত্ত্বালোকঃ

দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধাশ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি।।

---ঃঃঃ---

শ্রীসখীনাং প্রণতিঃ

কারুণ্যকল্পলতিকে ললিতে নমস্তে।
রাধাসমানগুণচাতুরিকে বিশাখে।
ত্বাং নৌমি চম্পকলতেঽচ্যুতচিত্তচৌরি
বন্দে বিচিত্র চরিতে সখি চিত্রলেখে।।
শ্রীরঙ্গদেবি দয়িতে প্রণয়াঙ্গরঙ্গে
তুভ্যং নমোঽস্তু সুখদে দয়িতে সুদেবি।
বিদ্যাবিনোদসদনেঽপি চ তুঙ্গবিদ্যে
পূর্ণেন্দুখণ্ডনখরে সুমুখীন্দুলেখে।।
শ্রীরূপমঞ্জরীং বন্দে শ্রীলীলামঞ্জরীং নমে।
শ্রীরতি মঞ্জরীং নৌমি শ্রীরসমঞ্জরীং যজে।।
শ্রীগুণমঞ্জরীমীজে বিলাসমঞ্জরীং ভজে।
লবঙ্গমঞ্জরীং বন্দে কস্তুরীমঞ্জরীং নমে।।
অনঙ্গমঞ্জরীকলাবতীসখ্যৌ জয়তোঽলম্।
রত্নলেখা সখী জীয়াচ্ছিখাবতী সদাবতু।।
শুভাঙ্গদা সদৈবাব্যাদ্ধিরণ্যাক্ষী প্রসীদতু।
শ্রীফুল্লকলিকা স্বস্তিমধাৎ কন্দর্পমঞ্জরী।।
ধনিষ্ঠা কুন্দলতা চ কৃষ্ণদাস্যং সমাদিশেৎ।
শ্রীযুগলার্চ্চনে কুঞ্জে বৃন্দা নিত্যং প্রচোদয়াৎ।।

---ঃঃ---

শখীচরণে সেবাপ্রার্থনা

তাম্বূলসেবনবিজ্ঞা ললিতাসুন্দরি।
তাম্বূলসেবায় মোরে কর অধিকারী।।
ভূষণসেবনপরা বিশাখা কিশোরি।
শৃঙ্গারসেবায় মোরে করহ কিঙ্করী।।
লবঙ্গমালাসেবাপরা চিত্রাসখি।
লবঙ্গমালা গ্রন্থনে আদেশ করহ সুমুখি।।
অমৃতসেবনপার ইন্দুলেখা সখি।
অমৃত সেবনে রাখি কর মোরে সুখী।।
রত্নমালাসেবাপরা চম্পকলতিকে।
রত্নমালা সেবায় আজ্ঞা কর এদাসীকে।।
চন্দনসেবনপরা শ্রীরঙ্গদেবিকে।
চন্দনঘর্ষণে মোরে রাখ পদান্তিকে।।
সঙ্গীতসেবনপরা তুঙ্গবিদ্যাদেবি।
সঙ্গীত শিখাও মোরে যুগলনিষেবি।।
সলিলসেবনপরা সুদেবি সুন্দরি।
নিজসেবায়াআদেশ কর কৃপা করি।।
শ্রীরূপমঞ্জরীসখি মোরে দয়া করি।
নিজানুগা কর তাম্বূলসেবারসঙ্করী।
মঞ্জুলালী যুগের চরণ সেবায়।
নিযুক্ত করহ দেবি মোরে অমায়ায়।।
শ্রীরসমঞ্জরীসখি চিত্রসেবাধনে।
ধন্য কর এদাসীরে যুগলসেবনে।।
শ্রীরতি মঞ্জরীযুগলচরণার্চ্চনে।
রাখহ আমারে দেবি তোমার চরণে।।
শ্রীগুণমঞ্জরী সখি জলসেবাচরী।

শ্রীসখীজনো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীসখীতত্ত্বালোকঃ

শ্রীসখীজনো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীসখীতত্ত্বালোকঃ

শ্রীসখীজনো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীসখীতত্ত্বালোকঃ

শ্রীসখীজনো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীসখীতত্ত্বালোকঃ

শ্রীসখীজনো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীসখীতত্ত্বালোকঃ

শ্রীসখীজনো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীসখীতত্ত্বালোকঃ

শ্রীসখীজনো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীসখীতত্ত্বালোকঃ

শ্রীসখীজনো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীসখীতত্ত্বালোকঃ

শ্রীসখীজনো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীসখীতত্ত্বালোকঃ

শ্রীসখীজনো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীসখীতত্ত্বালোকঃ

শ্রীসখীজনো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীসখীতত্ত্বালোকঃ

শ্রীসখীজনো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীসখীতত্ত্বালোকঃ

শ্রীসখীজনো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীসখীতত্ত্বালোকঃ

শ্রীসখীজনো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীসখীতত্ত্বালোকঃ

শ্রীসখীজনো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীসখীতত্ত্বালোকঃ

শ্রীসখীজনো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীসখীতত্ত্বালোকঃ

শ্রীসখীজনো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীসখীতত্ত্বালোকঃ

শ্রীসখীজনো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীসখীতত্ত্বালোকঃ

শ্রীসখীজনো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীসখীতত্ত্বালোকঃ

শ্রীসখীজনো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীসখীতত্ত্বালোকঃ

শ্রীসখীজনো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীসখীতত্ত্বালোকঃ

শ্রীসখীজনো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীসখীতত্ত্বালোকঃ

শ্রীসখীজনো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীসখীতত্ত্বালোকঃ

শ্রীসখীজনো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীসখীতত্ত্বালোকঃ

শ্রীসখীজনো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীসখীতত্ত্বালোকঃ

শ্রীসখীজনো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীসখীতত্ত্বালোকঃ

শ্রীসখীজনো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীসখীতত্ত্বালোকঃ